BENGA'LI' INSTRUCT

No. II.

জ্ঞানকিরণোদয়ঃ

অর্থাৎ

বালকবৃন্দ বোধবিধায়ক

বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক বিরচিত বৃত্তান্ত।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL-BOOK

1843.

নির্ঘণ্ট।

সংখ্যা	নির্ঘণ্ট	পত্র।

জ্ঞানকিরণোদয়ঃ।

১ গুপ্ত ধন।

এক গৃহস্থ মরণকালে আপন পাঁচ পুত্রকে শয্যার নিকটে ডাকিয়া বলিল, হে প্রিয় পুত্র সকল, আমার মরণকাল উপস্থিত, আমার কাছে আইস, তোমাদিগকে গুপ্ত কথা বলি, তাহাতে তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে; এই ঘরের উঠানেতে মাটির মধ্যে গুপ্ত ধন আছে; তোমরা খুদিয়া সোণা ও রূপা ও নানা রত্ন ও অমূল্যের ভাণ্ড পাইবা। এই কথা বলিয়া পিতা প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রেরা তাহাকে মাটি দিলে পর ঐ গুপ্ত ধন পাইবার পরামর্শ করিল। জ্যেষ্ঠ বলিল, আইস ২. কর্ম্মে হাত দিয়া গুপ্ত ধন তুলি। কিন্তু দ্বিতীয় ভাই বলিল, আমি আজি এ কর্ম্ম করিতে পারিব না, কেননা এখন ধান রুইবার সময়, এখন না রুইলে ক্ষতি হইবে। আর এক জন বলিল, আমাদের যে তিনটা গোরু আছে, তাহা কে চরাইবে; মাটি খুদা থাকুক, আমি গোরু চরাইতে যাই। আর এক জন বলিল, মাটি খুদিলে কি হইবে, আর ধন পাইলেই বা কি লাভ, আমি তো আজন্মকাল প্রতিদিন ভাত খাইতে [illegible] পাইয়াছি, আর বোধ হয়, ইহার পরও [illegible], তবে এত শ্রম করার কি,

আবশ্যক, আমি খেলা করিতে যাই। পরে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে বলিল, আইস আমরা দুই জন কোদালি লইয়া খুঁড়িতে আরম্ভ করি। পরে উহারা আপন ২ কার্য্যে গেল. উহারা অন্য সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া উঠানের মাটি খুঁড়িতে লাগিল। অনেক শ্রম করিলে পর তাহারা রুপাতে ভরা এক কলস পাইল; তাহার পর মোহরে ভরা আর এক কলস এবং অনেক রত্ন বাহির হইল। এ সকল পাইয়া তাহারা বড় সন্তুষ্ট হইল। পরে কনিষ্ঠ ভাই আপন জ্যেষ্ঠকে বলিল, আর কেন শ্রম করি, অনেক লাভ হইল, আইস, এই সকল ধন লইয়া আমরা আপন ঘরে বসিয়া সুখে কাল যাপন করি। কিন্তু তাহার ভাই বলিল. যে অমৃত ভাঁড়ের কথা পিতা বলিয়াছেন, সে কোথা. তাহা না পাইলে আমি ক্ষান্ত হইব না। পরে তাহার ভাই আর শ্রম করিতে না চাহিয়া চলিয়া গেল। তা-হাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র একেলা অবিরক্তচিত্ত হইয়া খুঁ-ড়িতে ২ শেষে অমূল্য যে অমৃত তাহা পাইয়া ঘরে গেল। অন্য চারি ভাই কেহ সুখে কেহ দুঃখে কালযাপন করিয়া মরিয়া গেল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ অমৃত ভোজন করিয়া অমর হইল।

হে প্রিয় বালকগণ এই দৃষ্টান্তের অর্থ কি তাহা শুন। গুপ্ত ধন হইয়াছে বিদ্যা। শ্রম না করিলে তাহাকে কেহ পায় না। পড়িতে পারিলে যে বিদ্যা হয়, এমন মনে করিও না। এক পড়িতে শিখিয়াছ, ভাল, এই যে মোর অসার অমর তাহাকে বিদ্যা বলা যায় না. তাহা

[illegible] চাহেন না। তাঁহাকে মন দিলে তিনি আপন দ্রব্য বিতরণ করেন। অধিক মন দিলে অর্থাৎ মনো-যোগ করিলে অধিক দেন, এবং অল্প মন দিলে অল্প পাওয়া যায়, অতএব হে বালকগণ, বিদ্যাতে মন দেও, আর শ্রম করিয়া পাঠ অভ্যাস কর, তাহাতে তোমা-দের মঙ্গল হইবে। আর বিদ্যা কি দ্রব্য যেচেন, তাহা বলি শুন, তাঁহার কাছে নানা প্রকার জ্ঞান পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ। ধর্ম্মজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর কেমন, তাঁহার কর্ম্ম কেমন, জগতের সৃষ্টি, মনুষ্যদের পাপ, ত্রাণকর্ত্তা, স্বর্গ, নরক এই সকলের শিক্ষা।

দ্বিতীয়তঃ। নীতিবিদ্যা অর্থাৎ কি করিলে ঈশ্বর তুষ্ট হন, ইহার জ্ঞান।

তৃতীয়তঃ। জ্যোতির্বিদ্যা অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র ও গ্রহ ও তারাগণ বিষয়ক শিক্ষা।

চতুর্থতঃ। ভূগোল বিদ্যা অর্থাৎ পৃথিবীস্থ দেশ সমুদ্র পর্ব্বত নদী প্রভৃতির বৃত্তান্ত।

পঞ্চমতঃ। পুরাণ ইতিহাস অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন রাজা ও রাজ্য ও নগর ও যুদ্ধাদির বিবরণ।

ষষ্ঠতঃ। পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহের গুণ ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ক শিক্ষা।

সপ্তমতঃ। অঙ্কবিদ্যা অর্থাৎ গণনাদি জ্ঞান।

অষ্টমতঃ। পশ্বাবৃত্তি অর্থাৎ পশুপক্ষি মৎস্যাদির বিবরণ।

এই কএক প্রকার বিদ্যার নাম বলিয়াছি, আর মনুষ্যেরা যেমন সুবোধ [illegible] হইবার জন্যে সুদির

কাছে নিদর্শন অর্থাৎ নমুনা লইয়া দেখে, তেমনি ঐ সকল বিদ্যার কথা নমুনার মত কিছু২ এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

ও ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচ সংস্কৃত শব্দেতে ভূমি, জল, আগুন, বাতাস, শূন্য বুঝায়। ইহাদিগকে পঞ্চভূত বলে। আর কোন পণ্ডিতলোক বলে, পৃথিবীতে যত বস্তু দৃষ্ট হয়, সকল এ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন।

১। ক্ষিতি অর্থাৎ ভূমি, তাহা মনুষ্যদের ও পশু ও পক্ষিদের বাসস্থান। ভূমির মধ্যে পাথর আছে, বঙ্গ দেশে প্রায় পাথর পাওয়া যায় না, কিন্তু যে দেশে পর্ব্বত থাকে, সেই দেশে পাথরের অভাব নাই। ভূমির ভিতরে লোহা, শীশা, তামা, রূপা, সোণা ইত্যাদি নানা প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। আর ভূমিহইতে ঘাস ও নানা প্রকার ছোট বড় গাছ উৎপন্ন হয়, এবং পশু ও মাটিহইতে জন্মিয়াছে. কেননা পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে বলিলেন, 'পৃথিবীতে গ্রাম্য ও বন্য পশু ও উরোগামি জন্তু প্রভৃতি নানা জাতীয় জন্তুবর্গ উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল।' এবং মনুষ্যের শরীর ও মাটির শরীর, যেহেতুক পরমেশ্বর আদমকে সৃষ্টি করিবার সময়ে 'মৃত্তিকাদ্বারা তাহাকে নির্ম্মাণ করিলেন।'

২। অপ অর্থাৎ জল। জলেতে জীবজন্তুর বড় উপ-

ঞ্চার হয়; তাহা না থাকিলে সকলি অল্প কালের মধ্যে তৃষ্ণাতে মরিয়া যাইত, আর জল যদি না থাকে, তবে শরীর মলিন হইলে পরিষ্কার করা যায় না, এবং জল না থাকিলে কোন ঘাস ও কোন শস্য ও কোন গাছ হইতে পারে না। সকল জল সমুদ্রেতে একত্র হয়। সে সমুদ্র পার হইতে গেলে তিন চার মাস লাগে, আর তাহা এমন গভীর যে অনেক স্থানে পাঁচ হাজার হাত লম্বা রজ্জুতে লোহা কি পাথর বান্ধিয়া জলে ফেলিলে তলাতে লাগে না। সমুদ্র হইতে মেঘ উঠে, সেই মেঘ বায়ুদ্বারা পৃথিবীর উপরে চালিত হইলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টিতে নদী ও পুষ্করিণী সকল জলে পূর্ণ হইলে মনুষ্যদের মহা উপকার জন্মে।

৩। তেজ অর্থাৎ অগ্নি। আগুনেতে রন্ধন হয়, ও শীতকালে শীত নিবারণ হয়, ও তাহাতে লোহা ইত্যাদি ধাতু গলিত হইয়া ফাল ও কোদালি ও ছুরি ও ঘটি প্রভৃতি অতি আবশ্যক দ্রব্য সকল হয়। এবং মাটিতে কলসী হাঁড়ি ইত্যাদি গড়িয়া আগুনে দিলে অতি শক্ত ও কর্ম্ম উপযুক্ত হয়। কেবল কাঠ খড় নাড়া জ্বালাইলে যে আগুন হয় তাহা নয়, কেননা ঝড়ের সময়ে আকাশে যে বিদ্যুত দেখা যায়, সেও এক অগ্নি বিশেষ, এবং কোন২ দেশে পর্ব্বত হইতে অগ্নি উঠে; এমন পর্ব্বতকে বাড়বানল পর্ব্বত বলে।

৪। মরুৎ অর্থাৎ বায়ু সর্ব্বস্থানে থাকিলে চক্ষুতে দেখা যায় না, কিন্তু তাহা এমন আবশ্যক দ্রব্য, যে তাহার

অভাবে জীবজন্তু তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়, বৃক্ষ ম্লান হয়, অগ্নি নিবিয়া যায়। মনুষ্য ক্ষণে২ বায়ু ভক্ষণ করে, তাহা প্রশ্বাস বলা যায়। বায়ু স্থির হইলে তাহার শব্দ শুনা যায় না, কিন্তু অস্থির হইলে শুনা যায়। বাতাস মন্দ২ বহিলে শরীরের অত্যন্ত সুখদায়ক হয়, কিন্তু প্রবল হইলে ঝড় বলে, তাহাতে কখন২ ঘর ও গাছ নষ্ট হইলে মনুষ্যদের বড় ক্ষতি জন্মে, এই দেশে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ, বর্ষাকালে পূর্ব্ব, শীতকালে উত্তর হইতে বাতাস বহিয়া থাকে।

৫। ব্যোম অর্থাৎ শূন্য কাহাকে বলে, না, সকল বস্তুর অভাব। অর্থাৎ যেখানে মাটি নাই, বায়ু নাই, জল নাই, কিছুই নাই সেখান শূন্য আছে, অতএব শূন্য কোন বস্তু নহে।

এই পঞ্চভূত অর্থাৎ মূলবস্তুর কথা অনেক শাস্ত্রেতে লেখা আছে, কিন্তু ইঙ্গরাজী প্রধান২ পণ্ডিতগণ পদার্থ সকলের পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছে, যে পৃথিবীতে প্রায় ৬৪ প্রকার ভূত অর্থাৎ মূলবস্তু আছে।

৪ কুক্কুর ও শিয়াল।

কোন দিনে এক কুক্কুর আপন কর্ত্তার গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে ভ্রমণ করিতে গেল ও সেখানে এক শিয়া-লের সহিত তাহার দেখা হইল। শিয়াল বলিল, কেমন আছ কুকুর মহাশয়? কুকুর বলিল, আমি তো ভাল আছি,

তুমি কেমন আছ? শিয়াল বলিল, আছি ভাল; হে মহাশয়, তোমার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও তোমার চুল সুন্দর চিকন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, বুঝি সুখে কাল কাটাও। কুকুর বলিল, হাঁ, আমার কর্ত্তার ঘরে সুখে আছি, কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, কোন শ্রম নাই, আর দিনে ২ যথেষ্ট ভাত খাইতে পাই, ও কখন ২ সমস্ত দিন ঘুমিয়া থাকি; আমার সঙ্গে যাইবা, চল না, তাহাতে আমার যে গতি, তাহা তোমারও হইবে; শিয়াল বলিল, আহাঃ কি বলিলা, এমন সুখের কথা শুনিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে আমার প্রায় ইচ্ছা হয়, কিন্তু শুন, এই দেখ, তোমার গায়ে এক ঘা আছে, এ কি, বল? কুকুর বলিল, এ কিছু নয়, সে দিনে আমি কর্ত্তার থালাতে সাজান ভাত দেখিয়া খাইতে লাগিলাম, তাহাতে কর্ত্তা তাহা দেখিয়া লাটি লইয়া আমাকে মারিয়া তাড়িয়া দিল শিয়াল বলিল, অন্য কোন সময়ে এমন অপমান পাইয়াছিলা। কুকুর বলিল, হাঁ, পাইয়াছি বৈ কি, বার ২ মারি খাই ও কর্ত্তা আমাকে ভাত থালার উপরে না দিয়া কেবল উচ্ছিষ্ট ও মাছের কাঁটা সকল কাদার মধ্যে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু তাহাতে কিছু ভাবি না; মান কি, অপমান বা কি; পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই ও নিষ্কর্ম্মে থাকিতে পাইলেই হয়। এ কথা শুনিয়া শিয়াল এক দিগে সরিয়া কুকুরকে বলিল, তবে আমি কখন তোমার সঙ্গে যাইব না, বরং মরণ ভাল অপমান ভাল নয়; তুমি পরের উচ্ছিষ্ট খাইয়া ও পরের

মাছি খাইয়া সুখী হও, আমি কাহারো দাস না হইয়া বনে থাকিয়া আপন শ্রমে যাহা উপার্জন করি, তাহা খাইয়া আপন মান রক্ষা করি, আর আপনার কর্ত্তা আপনি হই। এ কথা বলিয়া শিয়াল চলিয়া গেল। এই গল্পের তাৎপর্য্য এই।

কোন মানুষের আশ্রয় লইয়া নিস্কর্ম্মে থাকা ভাল নয়, হে ভাই, কাহারো কাছে কিছু ভিক্ষা না চাহিয়া সাধ্য পর্য্যন্ত শ্রম কর, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

বঙ্গদেশের বিবরণ।

বঙ্গদেশের উত্তরসীমা হিমালয়পর্ব্বত, পূর্ব্বসীমা আসাম ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণসীমা সমুদ্র, পশ্চিমসীমা বেহার দেশ। বঙ্গদেশ কমবেশ ২০০ ক্রোশ লম্বা ও ১৫০ ক্রোশ চৌড়া। তাহার মধ্যে কোন পর্ব্বত নাই, সকল সমান ভূমি, আর অনেক নদী এই দেশের মধ্য দিয়া বহিয়া যাওয়াতে ভূমি অতি উর্ব্বরা হয়। সেই নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান। গঙ্গানদী পশ্চিমহইতে আসিয়া মুর্সিদাবাদ নগরের নিকটে দুই ধারা হয়; এক ধারা ভাগীরথী নাম ধরিয়া দক্ষিণদিকে বহিয়া যায়, অন্য ধারা পদ্মা নামে বিখ্যাত হইয়া পূর্ব্বমুখে গিয়া ব্রহ্মপুত্রেতে পড়ে। ব্রহ্মপুত্র আসামদেশহইতে আসিয়া দক্ষিণে গিয়া সমুদ্রেতে পড়ে, কিন্তু সমুদ্রে পড়িবার কিছু আগে মেঘনা নামে বিখ্যাত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে স্থানে ২ বন আছে, বিশেষত

সুন্দরবন নামক বন অতি বিস্তৃত। এ বন বঙ্গদেশের দক্ষিণে সমুদ্রের ধারে; তাহা অতি নিবিড় ও ভয়ানক, তাহার মধ্যে ছোট বড় অনেক খাল আছে, ষাঁড়া-ষাঁড়ি কোটালের সময়ে জোয়ারের জলে বনের ভূমি প্রায় ডুবিয়া যায়। সে বন বাঘ গণ্ডার মহিষাদি বন্য পশুর বাসস্থান, মনুষ্য কেবল কাষ্ঠ কাটিবার জন্য তাহার মধ্যে গতায়াত করে, আর কএক বৎসর হইল, কোন২ সাহেব স্থানে২ বন কাটিয়া ভূমি আবাদ করিয়াছে।

বঙ্গদেশের মধ্যে অনুমান ৩০,০০০,০০০ অর্থাৎ তিন কোটি লোক বাস করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু. কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক মুসলমানও আছে। পূর্ব্বকালে মুসলমানেরা এ দেশের কর্ত্তা ছিল কিন্তু ইং ১৭৫৯ সালে, বাং ১১৬৫ সালে ইংলণ্ডীয়লোক আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া দেশ অধিকার করিয়াছে, সে অবধি ইংলণ্ডীয়েরা রাজ্য-শাসন করে। সমস্ত বঙ্গদেশ প্রায় ২৪ জেলাতে বিভক্ত হয়; প্রত্যেক জেলাতে এক জন জজ, এক জন মাজিষ্ট্রেট ও এক জন কালেক্টর থাকে; জজ প্রজাদের ধন ও ভূমি বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করে, মাজিষ্ট্রেট চোর ডাকাইতের শাসন করে, কালেক্টর করসঞ্চয় করে।

বঙ্গদেশের মধ্যে অতি প্রধান তিন নগর আছে, ১ কলি-কাতা; এই নগর ভাগীরথী নদীর তীরে স্থিত অতি বৃহৎ রাজধানী, এই নগরে গবর্ণর জেনেরল অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়

ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হিন্দুস্থানের প্রধান শাসনকর্ত্তা বাস করেন, আর অন্য ২ অতিধনী ও অতিমান্য ইংলণ্ডীয় ও হিন্দুলোক থাকে। এই রাজধানী অসংখ্য উত্তম অট্টালিকা ও বিদ্যালয় ও ভজনালয় ও মন্দিরে শোভিত ও তাহার রক্ষার নিমিত্তে গঙ্গাতীরে একটা গড় ও চারিদিগে এক খাল আছে। এই খাল পার হইবার জন্য দশটা লোহার পুল নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং নগরের মধ্যে চৌড়া ২ সোজা রাজপথ ও অনেক উত্তম পুষ্করিণী আছে। এবং বৎসর ২ প্রায় হাজার বৃহৎ ২ বাণিজ্যের জাহাজদ্বারা এই নগরে দূর দেশের দ্রব্য আনীত হয়, আর এই দেশের দ্রব্য অন্য দেশে প্রেরিত হয়।

২। মুরশিদাবাদ নগর কলিকাতা হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তরে প্রায় বঙ্গদেশের মধ্যস্থানে স্থাপিত, এ নগর পূর্ব্বকালে রাজধানী ছিল, আর এখনও সেখানে নবাব অর্থাৎ মুসলমান রাজা বাস করে, কিন্তু সে ব্যক্তি নাম মাত্র রাজা, রাজকীয় শক্তি তাহার কিছু নাই।

৩। ঢাকা এ নগর বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অংশে স্থাপিত। সেখানেও পূর্ব্বে পরাক্রান্ত এক জন নবাব ছিল, কিন্তু সেও এখন ধন ও মানহীন হইয়াছে। আর সেই নগরে পূর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ মলমল বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহাতে তথাকার লোকেরা যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সেই বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে।

মুসলমান লোকদের এতদ্দেশ অধিকারকরণ বৃত্তান্ত।

প্রায় ৬৫০ বৎসর হইল, পশ্চিম দেশে মুসলমান জাতীয় কুতুব নামক এক রাজা ছিল, আর বুকতীয়ার নামক তাহার এক দাস ছিল। এই বুকতীয়ার অতি কুৎসিতাকার মনুষ্য ছিল, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া কুতুব রাজা তাহাকে ক্রমে২ উত্তম২ কর্ম্ম ও মানের পদ দিল, এবং বুকতীয়ার শেষে প্রধান সেনাপতি পদ পাইয়া অনেক দেশ জয় করিল, তাহাতে তাহার কর্ত্তা তাহার আরও আদর করিল। কিন্তু সে এমন সম্ভ্রম পাইলে, রাজার অন্য২ ভৃত্যেরা তাহার প্রতি হিংসা করিতে লাগিল, ও তাহার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিল। কোন দিনে সকলে রাজসভাতে বসিয়া বুকতীয়ার সেনাপতির সাহস ও পরাক্রমের কথা উত্থাপন করিয়া রাজাকে বলিল, তোমার দাস বুকতীয়ারের অসীম বল ও সাহস আছে, এমন কথা অনেকে বলে বটে, কিন্তু আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কখন দেখি না, আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমরা এক হাতীকে আনাইয়া তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাতে যুদ্ধ করাই, তাহাতে তাহার কত বল, তাহা জানা যাইবে। কুতুব রাজা ইহাতে সম্মত হইল। পরে তাহারা এক মত্ত হস্তিকে বুকতীয়ারের সম্মুখে ছাড়িয়া দিল, সে হাতী রাগান্বিত হইয়া অতি বেগে দৌড়িয়া আইলে বুকতীয়ার এক [illegible] [illegible]

তুলিয়া তাহার শুঁড়ে এমন আঘাত করিল, যে হস্তী ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া পলাইল। বুক্তীয়ার এই প্রকার জয়ী হওয়াতে তাহার শত্রুরা অত্যন্ত লজ্জিত হইল, ও রাজা তাহার আরও আদর করিল, এবং তাহাকে প্রধান সেনাপতি করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে আজ্ঞা দিল। বুক্তীয়ার বহু সৈন্য সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে যাত্রা করিল। সে সময়ে লক্ষ্মণসেন বঙ্গদেশের রাজা ছিল, আর সে নবদ্বীপে বাস করিত। মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া রাজার অমাত্য ব্রাহ্মণেরা আসিয়া নিবেদন করিল, হে রাজন্, কোন সময়ে যবন রাজা আসিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিবে, আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে এমন এক ভবিষ্যৎবাক্য আছে; সেই সময় এখন উপস্থিত, অতএব যুদ্ধ করা নিষ্ফল, আপনি পলায়ন করুন। লক্ষ্মণসেন রাজা অতি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ছিল, এই নিমিত্তে তিনি তাহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য না করিয়া নবদ্বীপে থাকিতে স্থির করিল। পরে সেই ব্রাহ্মণেরা এবং রাজবাটীর অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিরা আপন ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্যে তাহা নৌকাতে বোঝাই করিয়া উড়িষ্যা দেশে পাঠাইল। বঙ্গদেশীয় রাজা ও রাজপুরুষেরা এমন হীনসাহস হওয়াতে বুক্তীয়ার কোন বিঘ্ন না পাইয়া নবদ্বীপের নিকটে উপস্থিত হইল। পরে সে আপন সৈন্য সকল নগরের বাহিরে রাখিয়া কেবল ১৭ জন সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল, এবং রাজবাটী পর্য্যন্ত গিয়া দ্বাররক্ষক

দিগকে সংহার করিল। লক্ষ্মণসেন সে সময়ে ভোজন করিতেছিল। পরে লোকদের চীৎকার শুনিয়া এবং শত্রু আসিয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া, সে উঠিয়া আপন ঘরের পশ্চাদ্দিগে গবাক্ষদ্বার দিয়া পলাইল, এবং ক্ষুদ্র এক নৌকাতে চড়িয়া এমত বেগে গেল, যে জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত নৌকা এক বারও লাগাইল না। ইহার মধ্যে মুসলমানসৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া যাহাকে পাইল তাহাকে সংহার করিয়া ঘরে২ গিয়া লুটপাট ও অত্যাচার করিল, কেহ তাহাদিগকে বারণ করিল না। এই রূপে বঙ্গদেশের রাজা পলাতক হইলে তাহার রাজধানী কেবল নয় সমস্ত দেশ অল্প দিনের মধ্যে মুসলমানদের অধীন হইল

---

৭ মিথ্যা কথার বিষয়।

রামজয় বালক দেখিতে সুন্দর ছিল, এবং তাহার মাবাপ তাহাকে অতিশয় প্রেম করিত, কিন্তু রামজয়ের একটা বড় দোষ ছিল, সে বার২ মিথ্যা কথা বলিত; তাহার বৃত্তান্ত শুন। রামজয়ের পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাহার পিতা তাহাকে পাঠশালাতে পাঠাইল, আর সেখানে সে ক, খ, ঙ্ক, বানান, ফলা, ইত্যাদি শিক্ষিতে লাগিল, কিন্তু শিক্ষাতে তাহার বড় মন নাই, সে কেবল খেলা করিতে ভাল বাসিত। কখন২ সে অতি বিলম্বে পাঠশালাতে আসিত, আর যখন শিক্ষক তাহাকে জিজ্ঞাসিত,

হে রামজয়, এত বিলম্ব কেন, তখন সে মিথ্যা করিয়া বলিত, আমার পিতা আমাকে শীঘ্র আসিতে দেয় নাই, কিম্বা, আমাকে বাজারে যাইতে হইল। কোন২ দিন সে আলস্য করিয়া একেবারে পাঠশালাতে আসিত না, আর তাহার পর দিন আসিয়া বলিত, কল্য আমার ব্যামহ হইয়াছিল, এ নিমিত্তে আসিতে পারি নাই। শিক্ষক তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে শাস্তি দিত না, তাহাতে মিথ্যা কথা কহিতে ক্রমে২ রামজয়ের সাহস বাড়িল; সে জানিত না, ঈশ্বর স্বর্গহইতে তাহার প্রতি নিত্য২ দৃষ্টি করেন, আর তাহার কথা সকল শুনেন। কখন২ রামজয়ের পিতা তাহাকে পয়সা দিয়া বাজার করিতে পাঠাইত, তাহাতে সে দুষ্ট বালক পিতার পয়সা চুরি করিয়া মিঠাই কিনিয়া গোপনে খাইত, পরে আসিয়া বলিত, আজি দ্রব্য সকল বড় দুর্মূল্য, পয়সার প্রায় কুলায় না, অল্পই তরকারী আনিয়াছি। তাহাতে পিতা তাহার কথাতে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে শাস্তি না দেওয়াতে সে মিথ্যা কথা কহিতে আরও সাহস পাইল, সে জানিত না, যে ঈশ্বর তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, ও তাহার কথা সকল শুনেন। পরে মানুষ হইলে রামজয় দোকান করিয়া লোকদিগকে বিস্তর ফাঁকি দিতে লাগিল, লবণে বালি মিশাইয়া বলিত, এ খাটি লবণ, ময়দাতে চাউল গুঁড়ী দিয়া বলিত, এ উত্তম ময়দা; কোন দিনে এক জন সাহেব তাহার দোকানে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, এ কলার মূল্য কি, রামজয় দেখিল, এ সাহেব কিছুই জানে না,

নূতন আসিয়াছে, তাহাতে সে বলিল, সাহেব ইহো দাম এক রূপেয়া; সাহেব তখনি এক টাকা ফেলিয়া দিয়া এক কান্দি কলা লইয়া গেল, রামজয় টাকা লইয়া কহিল, এবার বড় লাভ করিয়াছি, কেমন তাহাকে ঠকাইয়াছি; কিন্তু সে জানিত না, ঈশ্বর স্বর্গহইতে তাহার প্রতি নিত্য২ দৃষ্টি করেন, আর তাহার কর্ম্ম সকল দেখেন ও কথা সকল শুনেন। রামজয় মিথ্যা কথা কহিতে এমন নিপুণ ও সতর্ক ছিল, যে কখন ধরা পড়িত না, আর ক্রমে২ সে ধনবান হইয়া উঠিল। অপর সে দোকান ছাড়িয়া এক তালুক কিনিয়া জমিদারী করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কুস্বভাব সারিল না; কেননা সে আপন প্রজাদিগকে অতিশয় দুঃখ দিল, সে কাহাকেও জালখত লিখিয়া বলিত, তোর পিতা আমার যে টাকা ধারিত, তা দে, না দিলে তোর ঘরদ্বার বিক্রয় করিব; দুঃখী প্রজা কি করিতে পারিত, নালিশ করিতে যোত্র নাই, দিতে হইত; অন্য জনকে সে বলিত, অমুক বৎসরের কর বাকি আছে, দিতে হইবে, আর প্রজা যদি সেই বৎসরের কবজ দেখাইত, তবে সে বড় রাগ করিয়া তাহা চিরিয়া বলিত, এ কবজ জাল কবজ, তুই টাকা দে, এখনি দে; তা না দিলে তোর সর্ব্বনাশ করিব। এই প্রকার সে অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়া অতিশয় ধনবান হইল। কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গহইতে তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, ও তাহার কর্ম্ম সকল দেখেন, ও কথা সকল শুনেন, তাহা রামজয় বিবেচনা করিত না। অনেক দিন পরে রামজয়ের মৃত্যু

হইল, তাহাতে মৃত্যুর দূত আসিয়া তাহাকে নরকে লইয়া গেল। যাইতে২ রামজয় ঐ দূতকে জিজ্ঞাসিল, তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ; দূত বলিল, নরকে লইয়া যাই, কেননা আমার প্রভু এই আজ্ঞা দিয়াছেন, মিথ্যাবাদী লোক আমার মুখদর্শন করিবে না, আমি তাহাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করি, তাহাদিগকে নরকের আগুনে ফেলিবা। ইহা শুনিয়া রামজয় কাঁদিয়া বলিল, হে মহাশয়, এবার ক্ষমা করুন, আর মিথ্যা কহিব না; দূত বলিল, আমার প্রভুর আজ্ঞা কখন অন্যথা হইতে পারে না; ও রে দুষ্ট নারকি মনুষ্য, যাও, নরকে দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ কর, আর তোমাকে বলি, নরক হইতে তুমি কখন উদ্ধার পাইবা না, তুমি অতি অল্প সাংসারিক লাভের জন্যে পরকাল নষ্ট করিয়াছ; তোমার যন্ত্রণার শেষ হইবে না; এ কথা কহিয়া দূত তাহার হাতপা বান্ধিয়া তাহাকে আগুনে ফেলিয়া দিল।

হে প্রিয় বালক, মিথ্যা কথা কখন কহিও না, কেননা ঈশ্বর বলিয়াছেন, মিথ্যাবাদী লোক নরকগামী হইবে; যখন মিথ্যা কথা কহিবার ইচ্ছা হয়, তখন তোমরা স্মরণ করিও, যে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করেন, এবং মিথ্যা কহিলে নরকে যাইতে হইবে।

৮ কাল বিভাগ।

ইংলণ্ডীয় লোকেরা আর অন্য২ ইউরোপীয় লোকেরা কি প্রকারে কালের বিভাগ করে, তাহা তোমাদিগকে কহি।

এক দিবারাত্রিতে ২৪ ঘণ্টা হয়। সেই ২৪ ঘণ্টা দুই প্রহর রাত্রি অবধি গণনা করে, তাহাতে দুই প্রহর দিন পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা হয়। দিবসের দ্বিতীয় প্রহর অবধি পুনর্ব্বার ১, ২, ৩, ৪, ঘণ্টা গুণিতে আরম্ভ করে, তাহাতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা হয়। এই প্রকার দুই ১২ ঘণ্টাতে ২৪ ঘণ্টা হয়।

এক ঘণ্টা ৬০ ভাগে বিভক্ত হয়, সেই ভাগের নাম মিনুট অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভাগ, কেননা সেই ভাগ সকল অতিছোট; মিনুট এমন ছোট হইলেও আরবার ৬০ ভাগে বিভাগ করা যায়, তাহার নাম সেকণ্ড, তাহা এক নিমিষ মাত্র।

৩০ দিনেতে কিম্বা ৩১ দিনেতে কখন বা ২৪ কিম্বা ২৯ দিনেতে এক মাস হয়, আর ১২ মাসে এক বৎসর হয়। ১২ মাসের নাম ও তাহাদের দিনসংখ্যা এই ২।

১ জানুয়ারি, ৩১ দিন। ২ ফিব্রুয়ারি, ২৮ দিন।
৩ মার্চ, ৩১ দিন। ৪ এপ্রিল, ৩০ দিন।
৫ মে, ৩১ দিন। ৬ জুন, ৩০ দিন।
৭ জুলাই, ৩১ দিন। ৮ আগষ্ট, ৩১ দিন।
৯ সেপ্তম্বর, ৩০ দিন। ১০ আক্টোবর ৩১ দিন।
১১ নবেম্বর, ৩০ দিন। ১২ ডিসেম্বর, ৩১ দিন।

ফেব্রুয়ারি মাসে কেবল ২৮ দিন, কিন্তু তিন বৎসরান্তর ঐ মাসের ১ দিন বাড়ে, তাহাতে ২৯ দিন হয়, ঐ দিনের নাম মলদিন, আর যে বৎসরে মলদিন হয়, তাহার নাম মলবৎসর; ইং ১৮৪০ শাল এক মলবৎসর ছিল, আর ১৮৪৪, ১৮৪৮, ১৮৫২ শাল মলবৎসর

হইবে। এক সামান্য বৎসরে ৩৬৫ আর মলবৎসরে ৩৬৬ দিন হয়। পৌষমাসের ১৮ দিনে ইংরাজী বৎসরের প্রথম দিন হয়। ইংলণ্ডীয় আর অন্য২ খ্রীষ্টমতাবলম্বি জাতিরা যীশু খ্রীষ্টের জন্ম অবধি বৎসরের সংখ্যা করে, তাহাতে সেই সময় অবধি গণনা করিলে সম্প্রতি ১৮৪৩ বৎসর হইল।

৯ বন্ধুতা।

সিজিলি দেশে দিওনিস নামক এক রাজা ছিল। সে বড় দুষ্ট ছিল, এবং আপন প্রজাদের উপরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিত, আর দোষ না থাকিলেও অনেক লোককে সংহার করিতে আজ্ঞা দিত। কোন দিনে রাজার দাসেরা এক ব্যক্তিকে ধরিয়া তাহার কাছে আনিয়া বলিল, এ ব্যক্তি তোমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। রাজা বলিল, ইহাকে ফাঁসি দেও। এ ব্যক্তির নাম দামন ছিল। পরে তাহারা তাহাকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দামন রাজার সম্মুখে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিল, হে রাজন, আমার একটী প্রিয়তমা কন্যা আছে, সে যাগুত্তা হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিবাহ হয় নাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বাড়ি যাইতে দিউন, আমি তাহার সহিত আর বার দেখা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়া ফিরিয়া আসিব, আমার বাড়ি এখান হইতে এক দিনের পথ; আমি আজি গেলে তিন দিনের পর ফিরিয়া আসিব। রাজা বলিল, ও রে দুষ্ট

পালাইতে চেষ্টা করিতেছ, নির্ব্বোধ, তোমার কথা ি মানিব। দামন বলিল, হে রাজন্, আপনি যদি বিশ্বাস ন করেন, তবে আমার এখানে এক বন্ধু আছে, সে আমা প্রতিনিধি হইয়া আপনকার কাছে বদ্ধ থাকিবে, আ যদি তিন দিনের পর ফিরিয়া না আইসি, তবে আপা আমার পরিবর্ত্তে তাহাকেই ফাঁসি দিবেন। রাজ বলিল, তোমার কি এমন এক বন্ধু আছে, সে কে ও ে কোথা, তাহাকে ডাক। দামন বলিল, তাহার নাম পিতিয়াস, ও সে এই নগরে বাস করে; তাহাতে রাজ এক দূতকে পাঠাইয়া তাহাকে আনাইল। পিতিয়া আসিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসি তুমি কি দামনের প্রতিনিধি হইবা। সে উত্তর করিল, মহারাজ। রাজা বলিল, তোমার বন্ধু তিন দিন পরে না আইলে আমি তোমাকেই ফাঁসি দিব। পিতিয়াস বলিল, যে আজ্ঞা মহাশয়। পরে রাজা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাহাকে কারাগারে রাখিয়া শক্তরূপে রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিল, ও দামনকে বিদায় করিল। দামন শীঘ্র আপন বাটীতে গিয়া কন্যার বিবাহ দিল ও ভাই বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহারা তাহাকে রাখিতে অনেক যত্ন করিল, কিন্তু দামন তাহাদের কথা না মানিয়া তৃতীয় দিনের প্রাতে ফিরিয়া গেল। যাইতে ২ অতিবৃষ্টি হইল, তাহাতে দামন কোন নদীর কাছে আসিয়া দেখিল, পুল ভাঙ্গিয়াছে ও নিকটে কোন নৌকা নাই, পরে সে কিছু মাত্র সন্দেহ না করিয়া জলে

ঝাঁপ দিয়া সাঁতুরিয়া পার হইল। নদী পার হইলে তাহাকে এক বন দিয়া যাইতে হইল, সে বনে প্রবেশ করিয়া সে দূরে দুই জন দস্যুকে দেখিতে পাইল, তাহারা গাছের আড়ে ঘাটি বসিয়াছে, তাহাতে সে ভয় পাইয়া ফিরিয়া পলাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহার বন্ধুর দশা তাহার মনে জাগ্রৎ হওয়াতে সে আর বার সাহস করিয়া অগ্রে গিয়া আপন লাঠি তুলিয়া তাহাদিগকে তাড়িয়া পার হইল। পরে তাহার কিছু বিলম্ব হইয়াছে ইহা দেখিয়া সে দৌড়িতে লাগিল; অনন্তর সূর্য্য প্রায় অস্ত হইলে দূরে থাকিয়া রাজার বাড়ি দেখিতে পাইল, তাহাতে সে আরও ধাইয়া গেল; কিঞ্চিৎ পরে দেখিল, নগরদ্বারের সম্মুখে অসংখ্য লোক জড় হইতেছে, আর এক ফাঁসিকাঠ উঠান গিয়াছে; তাহাতে সে আরো বেগে দৌড়িল; নিকটে আসিতে ২ সে দেখিল, তাহারা পিত্তিয়াসকে বান্ধিয়া ফাঁসির কাছে লইয়া যাইতেছে, ও তাহার গলায় দড়ি দিতেছে। তখন দামন চেঁচাইয়া বলিল, থাক ২ এই আমি ২ আমি আসিয়াছি, আমাকেই ফাঁসি দেও, আমার বন্ধুকে ছাড়িয়া দেও। এ কথা শুনিয়া সকল লোক তাহার প্রতি চাহিতে লাগিল, ও অবাক ও স্থগিত হইল। পরে দামন দৌড়িয়া রাজার কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল; হে মহারাজ ক্ষমা করুন, আমার বিলম্ব হইয়াছে, পথে বড় বিপদ হইয়াছিল; তাহা না হইলে শীঘ্র আসিতাম। পরে রাজা অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া বলিল, এমন বিশ্বস্ত ও প্রেমি-

দুই বন্ধু আমি কখন দেখি নাই; হে দামন, হে পিথিয়াস, তোমরা যে বন্ধনে পরস্পর বদ্ধ আছ, সে বন্ধনে আমাকেও বদ্ধ কর। পরে রাজা দুই জনকে আদর করিয়া ছাড়িয়া দিল।

১০ সূর্য্য আর পবন।

কোন দিনে সূর্য্য ও পবন আকাশে থাকিয়া পরস্পর বিবাদ করিল। পবন বলিল, আমি প্রধান, কিন্তু সূর্য্য বলিল, না আমার অধিক বল আছে; দেখ, ঐ খানে পৃথিবীর উপরে এক ব্যক্তি যাইতেছে, ইহার গাত্রে যে বস্ত্র আছে, তাহা তুমি খসাইতে পার? পবন বলিল, হাঁ পারি, একবার দেখ; তাহাতে সে ঐ ব্যক্তির উপরে বহিতে লাগিল; পরে ঐ ব্যক্তি আপন বস্ত্র হাতে ধরিয়া রাখিল। তখন পবন আরও শক্ত রূপে বহিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া সে ব্যক্তি আর ও শক্ত রূপে আপন বস্ত্র ধরিল। পরে পবন রাগান্বিত হইয়া হুহু করিয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে বৃক্ষ ভাজিয়া পড়িল ও গৃহের চাল উড়িয়া গেল, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আপন বস্ত্র গাত্রে জড়াইয়া দুই হাতে ধরিল, কোন প্রকারে ছাড়িল না। অবশেষে পবন ক্লান্ত হইয়া সূর্য্যকে বলিল, আমাহইতে হইবে না, তুমি চেষ্টা কর দেখি। পরে ঝড় তুফান নিবৃত্ত হইলে ও মেঘ সকল উড়িয়া গেলে সূর্য্য প্রকাশ হইল, ও তাহার কিরণে পশু পক্ষি সকল আনন্দিত হইল, ও

মনুষ্য সকল আপন ঘর হইতে বাহিরাইয়া আপন কর্ম্মে গেল। পরে সেই পথিক বাতাসকে নিবৃত্ত ও আকাশকে নির্ম্মল ও সূর্য্যকে প্রকাশিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বস্ত্রকে আলগা করিল, এবং অনেক কাল পরে তাহার ঘৰ্ম্ম বোধ হওয়াতে বস্ত্র খুলিয়া কান্ধে রাখিল। এই প্রকারে সূর্য্য জয়ী হইল, কেননা রাগ ও বলদ্বারা যে কর্ম্ম সাধন হয় না, তাহা মৃদু ও কোমল ব্যবহারদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

১১ লঙ্কা দ্বীপ।

হে বালকেরা, তোমরা সকলে লঙ্কাদ্বীপের কথা শুনিয়াছ। হিন্দুরা গল্প করিয়া বলে, পূর্ব্বে সেখানে রাবণ রাজা ছিল, ও সীতা অনেক দিন বাস করিয়াছিল, ও এখন ও বিভীষণ রাজা আছে, ও সে দ্বীপ স্বর্ণময়। লঙ্কা দ্বীপের সত্য বৃত্তান্ত আমি এখন কিছু বলি। লঙ্কাদ্বীপ কলিকাতা হইতে বড় দূর নয়, জাহাজে চড়িলে যদি সুবাতাস হয়, তবে ছয় দিনে সেখানে যাওয়া যায়। সেই দ্বীপ এখানহইতে ঠিক দক্ষিণে এবং তাহা ১৪০ ক্রোশ লম্বা ও ৮০ ক্রোশ চৌড়া ও তাহার আকার প্রায় ডিমের ন্যায় গোল কিন্তু কিঞ্চিৎ লম্বা। সেই স্থানকার ভূমি সমুদ্রের ধারে২ নিম্ন ও উর্ব্বরা, তাহাতে নানা প্রকার শস্য ও নারিকেল ও অনেক দারুচিনি উৎপন্ন হয়, কিন্তু দ্বীপের মধ্যস্থান অতি পর্ব্বতময়। আর

তথাকার পর্ব্বত সকলের মধ্যে ৬৭০০ ফুট উচ্চ আদম্স পিক নামক এক পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে, সেই শৃঙ্গের চূড়াতে পাথরের মধ্যে এক মনুষ্যের পদচিহ্নের ন্যায় এক স্থান দেখা যায়, সেই পদচিহ্নের নাম শ্রীপদ ও সেইখানকার লোকেরা তাহাকে বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া তীর্থরূপে মান্য করে। লঙ্কাদ্বীপের বায়ু অধিক শীত ও তপ্ত না হওয়াতে সুখ ও স্বাস্থ্যদায়ক হয়। এ দ্বীপের নিকটে সমুদ্রের মধ্যে পূর্ব্বে অনেক মুক্তা তোলা যাইত, কিন্তু সম্প্রতি এ বাণিজ্যের কিছু হ্রাস হইয়াছে। লঙ্কাদ্বীপে প্রায় ৮০০,০০০ মনুষ্য বাস করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধমতাবলম্বী, কিন্তু সেইখানে অনেক দিন অবধি খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে অনেকে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে ও হইতেছে। বনের মধ্যে ও পর্ব্বতের উপরে বেদা অর্থাৎ ব্যাধ নামক এক জাতি বাস করে, তাহারা অতি অসভ্য প্রায় পশুর তুল্য ব্যবহার করে, কেননা তাহারা নিবিড় বনে ও পর্ব্বতের গহ্বরে বাস করিয়া অন্য মনুষ্যকে দেখিবা মাত্রে পলায়। দ্বীপের মধ্যস্থানে পর্ব্বতের উপরে কান্দি নামক এক নগর আছে, সেইখানে পূর্ব্বে এক রাজা বাস করিত, কিন্তু এখন দ্বীপ ইংরাজদের হস্তগত হওয়াতে সে রাজা পদচ্যুত হইয়াছে। কান্দি নগরের মধ্যে বুদ্ধের এক মন্দির আছে; তাহাতে পুরোহিতেরা বুদ্ধের দন্ত বলিয়া অতি বড় এক দাঁত দেখাইয়া থাকে, আর লোকেরা সেই দাঁতের পূজা করে। দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমধারে সমুদ্রতীরে কলম্ব নামক আর এক নগর

আছে, সেইখানে ইংলণ্ডীয় মহারাণী কর্তৃক নিযুক্ত ঐ স্থানের গবর্ণর অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা বাস করে, আর কলিকাতার ন্যায় একটা গড় আছে; ঐ নগরের লোক সংখ্যা প্রায় ৩৮,০০০।

১২ বিদ্যাবিষয়ক নানা হিতোপদেশ।

বিদ্যাহীন মনুষ্যের উত্তম কুলেতে কি প্রয়োজন, যে হেতু সে কখন পূজিত হয় না, কিন্তু নীচ লোক ও বিদ্বান হইলে পূজিত হয়।

বস্ত্র ব্যতিরেকে অলঙ্কার ও ঘৃত ব্যতিরেকে ভোজন, ও লজ্জারহিত নারী ও বিদ্যাহীন মনুষ্য, ইহারা কখন প্রশংসাকে পায় না।

বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, এবং পাপের তুল্য শত্রু নাই, আর সন্তানের সম স্নেহপাত্র নাই, এবং ঈশ্বরের সদৃশ বল নাই।

বিদ্যাহীন ব্যক্তির জীবন শূন্য, বন্ধুহীন লোকের সকল দিক্ শূন্য, দানহীন মনুষ্যের সম্পত্তি শূন্য।

দুষ্ট ব্যক্তি যদি বিদ্যাযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে নষ্ট করিবে, যে হেতুক মণিতে ভূষিত যে সর্প সে কি ভয়ঙ্কর হয় না।

স্ত্রীলোকদিগের যে সতীত্ব সেই ভূষণ, বৃক্ষদিগের ফলই ভূষণ, পুরুষদিগের স্বপুরুষাৰ্জ্জিত ধনই ভূষণ, এবং শিষ্যদিগের শিক্ষাই ভূষণ।

মনুষ্য প্রথমাবস্থাতে যদি বিদ্যা উপার্জ্জন না করে,

আর যৌবনকালে যদি ধন উপার্জ্জন না করে, এবং বৃদ্ধকালে যদি পুণ্য সঞ্চয় না করে, তবে সেই ব্যক্তি শেষকালে দুঃখ পায়।

বিদ্বান ব্যক্তির বিদ্যা উপার্জ্জনের পরিশ্রম পণ্ডিতেরাই জানেন, মূর্খ কখন জানে না; যেমন পর্ব্বতারোহণের শ্রম তদারোহি লোক বিনা আর কেহ জানিতে পারে না।

পুস্তকস্থ বিদ্যা, ও পরহস্তগত ধন কার্য্যকালে পাওয়া যায় না, অতএব সে বিদ্যা ও সে ধন মিথ্যা।

বিদ্যা দীপ তুল্য, ইহাতে অন্য প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে পারে, তথাপি তেজোহ্রাসন হইয়া প্রদীপ্ত থাকে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি বিদ্যা দান করে, সে অন্যের প্রতি অমূল্য ফল প্রদান করিলেও আপন সঞ্চিত বিদ্যার হানি পায় না।

মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা।
কান্তার সমান নাই শরীর তোষিকা।
চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা।
বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা।

১৩ অমৃত।

আমাদের আদিপুরুষ আদম পাপ করাতে ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র ও মৃত্যুর অধীন হইয়াছিল; কেননা মৃত্যু হইয়াছে পাপের ফল। আর আমরা সকলে আদমের বংশজাত হওয়াতে তাহার পাপ স্বভাবের ভাগী হইয়াছি ও তাহার মত মৃত্যুর অধীন হইয়াছি।

আদম যদি পাপ না করিত, তবে সে কখন মরিত না, ও আমাদের মধ্যে যদি কেহ সম্পূর্ণ নিষ্পাপী হইত, তবে তাহারও কখন মৃত্যু ঘটিত না। কিন্তু জন্ম অবধি পাপ মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করাতে আর কোন উপায় নাই, পাপের ফল যে মৃত্যু তাহা ভুগিতেই হয়, কেহ এড়াইতে পারে না। কেহ২ বলে, কোন বিশেষ দ্রব্য খাইলে অমর হওয়া যায়; এই দ্রব্যের নাম অমৃত; আর কবিরা অমৃতের বিষয়ে অনেক রচনা করিয়াছে; তাহারা লেখে, কোন সময়ে দেবগণ ও দৈত্যগণ সমুদ্র মন্থন করিলে সেই মন্থনে অমৃত জন্মিয়াছিল, পরে বিষ্ণু সেই অমৃত লইয়া এক ভাণ্ডে অর্থাৎ ভাঁড়ে রাখিয়া দেবগণকে দিল, দৈত্যগণকে কিছুই দিল না, তাহাতে দেবতারা অমর হইল, দৈত্যেরা মৃত্যুর বশে থাকিল। কিন্তু এ সকল গল্প মাত্র। সত্য অমৃত কোথা পাওয়া যায়, তাহা এখন বলি।

কোন দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শিখিম নামক এক গ্রামে আইলেন, সেইখানে এক কূপ ছিল, তাহার নিকটে তিনি বসিলেন। এমন সময়ে সেই গ্রামহইতে এক স্ত্রী কলসী হাতে করিয়া জল তুলিবার জন্যে সেই স্থানে আইল। প্রভু তাহাকে বলিলেন, আমাকে কিছু জল পান করিতে দেও। সে স্ত্রী বলিল, তুমি বিদেশীয় লোক আমার কাছে জল পান করিতে কেন চাহ। যীশু বলিলেন, আমি কে তাহা যদি জানিতা, তবে আমার কাছে অমৃত জল চাহিতা। সে স্ত্রী বলিল, হে মহাশয়

তোমার কাছে কলসী নাই, এবং এ কূপ অতি গভীর তুমি অমৃত জল কোথায় পাইলা। যীশু বলিলেন, যে ব্যক্তি এই জল খায়, তাহার আরবার পিপাসা হইবে কিন্তু আমি যে জল দি, তাহা যদি কেহ পান করে, তবে তাহার পিপাসা আর কখন হইবে না। স্ত্রী বলিল, সেই জল আমাকে দেও।

দেখ প্রিয় বালকেরা, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অমৃত লইয়া স্বর্গহইতে নামিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, আর তিনি সকল লোককে ডাকিয়া বলিলেন ও এখনো বলেন, আমার কাছে আইস, আমি তোমাদিগকে অমৃত জল পান করাইব, তাহাতে তোমাদের আর কখন মৃত্যু হইবে না। এ নিমিত্তে যে কেহ যীশু খ্রীষ্টের কাছে গিয়া তাহার হাতহইতে অমৃত গ্রহণ করে, সে চিরজীবী হইবে।

কেহ যদি বলে, এ কথা কেমন করিয়া হইতে পারে, কেননা আমরা তো দেখিতেছি, ভালমন্দ সকলেই মরিতেছে, আর যাহারা যীশু খ্রীষ্টের ভক্ত, তাহারাও মরে, তাহাদের মধ্যে কেহ চিরজীবী নয়। ইহার উত্তর এই, মনুষ্যের শরীর যে সে মাটির শরীর, অসার বস্তু, শরীরের ভিতরে যে আত্মা আছে, সেই সার। আর যেমন রাজার কাছে যাইবার সময়ে মলিন বস্ত্র ফেলিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি খ্রীষ্টভক্ত লোক মরণকালে এই অধমশরীর ফেলিয়া দিব্য অমর শরীরে স্বর্গারোহণ করে।

১৪ যিহূদীলোকদের সংক্ষেপ বিবরণ।

যিহূদীলোকদের আদিপুরুষ ইব্রাহীম। তাহার জন্ম-স্থান অরাম দেশের ঊর নগর। পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে সে আপন দেশ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কিনানদেশে বাস করিতে গেল। আর ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন, এই দেশ তোমার বংশকে দিব। সেই সময়ে কিনানীয় নামক এক জাতি সেইখানে বাস করিত। ইব্রাহীম ও তাহার পুত্র ইসহাক ও তাহার পুত্র যাকুব, এই তিন জন সেই দেশে বিদেশী ও প্রবাসী হইয়া থাকিল, সেই-খানে তাহাদের কোন অধিকার ছিল না। যাকূবের ১২ পুত্র হইল, তাহাদের মধ্যে যূষফ আপন পিতার অজ্ঞাতে মিসরদেশে নীত হইয়া সেইখানে অনেক ক্লেশ-ভোগ করিলে পর অতি উচ্চ পদ পাইল। পরে যাকূব তাহার কুশলবার্ত্তা শুনিয়া সপরিবারে মিসরদেশে আপন পুত্রের নিকটে গেল। তখন যাকূবের পরিবার ৭০ জন ছিল। সেইখানে তাহারা সকলে কিছু দিন সুখে কালযাপন করিল। কিন্তু যূষফ মরিলে অন্য এক রাজা উপস্থিত হইল; সে যাকূবের বংশকে অতিশয় দুঃখ দিতে লাগিল, ও তাহাদিগকে দাসদাসী কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। ইব্রাহীমের বংশ এই প্রকার ৪৩০ বৎসর পর্য্যন্ত মিসর দেশে থাকিল। পরে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মূসা নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া তাহাদিগকে ঐ দেশহইতে উদ্ধার করিলেন।

মূসা তাহাদিগকে বাহির করিয়া অরবিয়াদেশের অরণ্য লইয়া গেল। সেই অরণ্যের মধ্যে সিনয়পর্ব্বত আছে তথায় পরমেশ্বর তাহাদিগকে ব্যবস্থা দিলেন। তাহারা ৪০ বৎসর ঐ অরণ্যেতে বাস করিলে পর, মূসার মৃত্যু হওয়াতে তাহার শিষ্য যিহোশূয় তাহাদিগকে কিনান দেশে লইয়া গেল। সেইখানে তাহারা যুদ্ধ করিয়া দেশ অধিকার করিয়া যাকুবের ১২ পুত্রের সংখ্যানুসারে দেশকে ১২ ভাগ করিল, আর এক২ পুত্রের গোষ্ঠী এক২ ভাগে গিয়া বাস করিতে লাগিল। সেই সময়ে তাহাদের কোন রাজা ছিল না, ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা ও উপদেশকেরা তাহাদিগকে রক্ষা করিত ও শিক্ষা দিত। পরে মূসার মৃত্যুর পর ৪০০ বৎসর গতে শৌল নামে এক জন রাজপদে নিযুক্ত হইল, আর সে মরিলে দায়ূদ নামক এক ব্যক্তি রাজসিংহাসনে বসিল, এই দায়ূদ রাজা অতি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ আর অতি পরাক্রমী ছিল, যাহার সহিত যুদ্ধ করিত, তাহাকে জয় করিত। দায়ূদ মরিলে তাহার পুত্র সুলেমান রাজা হইল, সে অতি বুদ্ধিমান ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল; সে যিরূশালম নগরে ঈশ্বরের উদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিল। সুলেমান মরিলে প্রজাদের মধ্যে বিবাদ হইল। সুলেমানের পুত্র রিহবিয়াম অতি নিষ্ঠুর হওয়াতে তাহাদের মধ্যে ১০ গোষ্ঠী পৃথক হইয়া অন্য এক জনকে রাজপদে নিযুক্ত করিল, তাহাতে ইব্রাহীমবংশীয় লোকেরা দুই রাজ্যেতে বিভক্ত হইল, অর্থাৎ কিনানদেশের উত্তরে ১০ গোষ্ঠী

রাজ্য, এই রাজ্যের নাম ইস্রায়েল রাজ্য ও তাহার রাজধানী শোমিরোণ নগর, অন্য রাজ্যের নাম যিহুদা রাজ্য, তাহা দেশের দক্ষিণ ভাগে ও তাহার রাজধানী যিরূশালম। এই প্রকারে দেশ দুই রাজ্যে বিভক্ত হইলে। ইহার ২৫০ বৎসর পরে অশূরিয়া দেশের রাজা আসিয়া ইস্রায়েলরাজ্যস্থ লোকদিগকে জয় করিল, এবং ত গকে বন্দী করিয়া দূরদেশে লইয়া গেল; তাহারা আর কখন আপন দেশে ফিরিয়া আইল না। পরে বিদেশীয় লোক তাহাদের শূন্য দেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহারা ইতর লোক ও অসভ্য ও দেবপূজক ছিল; ও তাহারা শোমিরোণীয় লোক নামে খ্যাত হইল। যিহুদী রাজ্যের লোকেরা তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিত না। ইস্রায়েল রাজ্য নষ্ট হইলে, ১৫০ বৎসর পরে বাবিলের রাজা নিবূখদনিৎসর যিহুদা রাজ্যে আসিয়া যিরূশালম নগর ও তাহার মন্দির নষ্ট করিয়া যিহূদীদের প্রধান২ লোকদিগকে বন্দী করিয়া আপন দেশে লইয়া গেল। সেইখানে যিহূদীরা ৭০ বৎসর বাস করিল। পরে খস্রু নামে অন্য এক রাজা আসিয়া বাবিল রাজ্য নষ্ট করিয়া বন্দি যিহূদীদিগকে মুক্ত করিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিল। তাহাতে প্রায় ৪০,০০০ জন ফিরিয়া আসিয়া যিরূশালম নগর আরবার নির্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল, আর তাহারা প্রায় ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত অনেক ক্লেশ সহিয়া ও অনেক যুদ্ধ করিয়া আপন রাজ্য রক্ষা করিল

পরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম সময়ের কিছু পূর্ব্বে রুমিলোক আসিয়া তাহাদের দেশ জয় করিয়া অধিকার করিল; ঐ লোক দেবপূজক ছিল, এই নিমিত্তে যিহূদীরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া বার ২ উপদ্রব করিয়া দেশহইতে তাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া রুমি লোক [illegible] পাঠাইয়া যিরূশালম ও তথাকার মন্দির নষ্ট করিল, ও অসংখ্য লোক সংহার করিল, তাহাতে অবশিষ্ট যিহূদী লোক ছিন্নভিন্ন হইয়া নানা দেশে গেল, আর আজি পর্য্যন্ত তাহারা ছিন্নভিন্ন আছে। তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল বটে, আর তাহাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ তুচ্ছ ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করাতে অতিশয় অপরাধী হইল, এই জন্যে তাহাদের এমত দুর্দশা হইয়াছে।

---

১৫ নদী।

শিষ্য। হে মহাশয়, আমি শুনিয়াছি, পৃথিবীতে অনেক২ নদী আছে, সেই নদীসকল কোথাহইতে আইসে আর কোথায় যায়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। নদী সকল পর্ব্বত হইতে আইসে, এবং সমুদ্রেতে যায়।

শিষ্য। নদীর জল যিদ্যপি পর্ব্বত হইতে বহিয়া আইসে, পর্ব্বতের উপরে বহিয়া যায় না, তবে পর্ব্বতের

উপরে এত জল কেমন করিয়া হয়, আর সেই জলের ক্ষয় শেষ হয় না কেন, এবং নদীর জল সকল নিত্য২ সমুদ্রেতে গেলেও সমুদ্র পূর্ণ হয় না, তাহার কারণ কি?

গুরু। হে শিষ্য, যত জল পর্ব্বত হইতে বহিয়া সমুদ্রেতে পড়ে, ঠিক তত জল আরবার সমুদ্রহইতে উঠিয়া পর্ব্বতে যায়।

শিষ্য। জল পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া যায়, এ কথা কখন শুনি নাই।

গুরু। তুমি অজ্ঞান বালক, তোমার অনেক শিক্ষিতে বাকি আছে; শুন, তোমার মা যখন হাঁড়িতে জল দিয়া আগুনের উপরে তপ্ত করে, তখন সে জল হইতে কি উঠে?

শিষ্য। সে জল হইতে ধূয়াঁ উঠে।

গুরু। না, ধুয়াঁ নয়, কেননা ধুয়াঁতে গন্ধ আছে ও তাহাতে চক্ষুতে বেদনা হয়, কিন্তু তপ্ত জলহইতে যাহা উঠে, তাহার গন্ধ ও নাই, তাহাতে চক্ষুর বেদনা ও হয় না, তাহা এক প্রকার নির্ম্মল ধুয়াঁ কিনা, তাহাকে বাষ্প বলে। সেই বাষ্পেতে যদি হাত কিছু ক্ষণ রাখ, তবে হাত ভিজিয়া যায়, আর যদি অধিক ক্ষণ রাখ, তবে প্রায় হাত হইতে ফোঁটা২ জল পড়ে, তবে বল দেখি জল কি উঠে না?

শিষ্য। হাঁ বটে, আমি কখন এমন বিবেচনা করি নাই, কিন্তু সত্য বটে, বাষ্পেতে জল আছে, তাহা না হইলে হাত ভিজিবে কেন।

গুরু। বাষ্প কেবল জল।

শিষ্য। কিন্তু বাষ্প জলের মত দেখায় না।

গুরু। দেখ, একটা ইট সূক্ষ্ম করিয়া পিষিলে ধূলা হয়, আর সে ধূলা বাতাসেতে উড়িয়া যায়, এবং ইটের মত আর দেখায় না, তথাপি সে ধূলা ইটের ছোট গুঁড়াগাড়া মাত্র, তেমনি বাষ্প জলের ক্ষুদ্র ২ বিন্দু মাত্র, আর সেই বিন্দু অতিশয় সূক্ষ্ম হওয়াতে চক্ষুর অদৃশ্য হয়। হে শিষ্য আমাকে বল, ঐ বাষ্প কিসের তেজে উপরে উঠে।

শিষ্য। আমি বোধ করি, আগুনের তেজে উপরে উঠে

গুরু। ভাল, এই বটে, তবে যেন হাঁড়িতে আগুনের তেজে যাহা হয়, সমুদ্রেতে সূর্য্যের তেজে তাহাই হয়। সমুদ্রহইতেও নিত্য২ বাষ্প উঠে, আর আকাশে গিয়া মেঘ হয়; সেই মেঘ বাতাসভরে পর্ব্বতের দিগে কিম্বা পৃথিবীর উপরে চালিত হয়, আর সেইখানে বৃষ্টি হওয়াতে নদী সকলে যথেষ্ট জল যোগায়। পরে জল সকল আরবার নদী দিয়া সমুদ্রেতে পড়িয়া আর বার আকাশে উঠিয়া পর্ব্বতে যায়, এমত আইসে যায়, আইসে যায়, তাহার কখন শেষ হয় না, চাকা যেমন নিত্য ২ ঘুরিলেও কখন ঘুরিবার শেষ হয় না।

শিষ্য। এখন ভাল বুঝিয়াছি, আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, মেঘহইতে বৃষ্টি হয় কেমন করিয়া, মেঘ বাষ্প মাত্র ও মেঘ তেমনি দেখায় বটে, কিন্তু তাহাহইতে এমন বড় ফোঁটা জল কেমনে হয়।

গুরু। হাত অনেক ক্ষণ হাঁড়ির উপরে রাখিলে তাহাতে ক্রমে২ জলের ফোঁটা হয়, ইহার কারণ এই,

জলের ছোট২ বিন্দু সকল ভাঁড়িহইতে উঠিয়া যাহে একত্র হয়, তাহাতে ক্রমে২ বড় বিন্দু জন্মে; তেমনি মেঘ অতি ঘন হইলে, তাহার জলবিন্দু সকল ক্রমে২ বড় হয় ও শেষে এত বড় হয়, যে আপন ভারেতে করিয়া নীচে পড়ে, তাহাতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বুঝিয়াছ।

শিষ্য। হাঁ মহাশয় বুঝিয়াছি।

---

১৬ ইংরাজলোকদের বঙ্গ দেশে আগমন ও তাহা অধিকার করণ বৃত্তান্ত।

মুসলমানেরা কি প্রকারে বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। তাহারা প্রায় ৭০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই রাজ্য ভোগ করিল, পরে ইংরাজলোক আসিয়া কি প্রকারে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইল, তাহা এখন বলি। পূর্ব্বেতে ইংরাজলোক বাণিজ্য করিবার জন্যে এই দেশে আসিত, কিন্তু তাহাদের এই দেশে কোন নগর কি গড় ছিল না। ইং ১৬৯৮ সাং ১১০৫ শালে আজিম উসান নামক বঙ্গদেশের নবাব ইংরাজলোকদের কাছে তিনটি গ্রাম বিক্রয় করিল। সেই তিন গ্রামের নাম এই২ ছোটনতী, গোবিন্দপুর, কলিকাতা। সেই সময়ে কলিকাতা ছোট একটি গ্রাম মাত্র ছিল। ইহার অল্প বৎসর পরে দিল্লী নগর নিবাসী বাদসাহ পীড়িত হইল, আর তাহার রোগ কোন কবিরাজ ভাল করিতে পারিল না। পরে দিল্লী নগরে সেই

[illegible] হামিল্টন সাহেবনামক এক জন ইংরাজ ডাক্তা
ছিলেন, সে বাদশাহের ব্যামহের কথা শুনিয়া তাহার কাছে
গিয়া আপন ঔষধদ্বারা তাহাকে ভাল করিল। তাহাতে
বাদশাহ বড় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর চাহিতে বলিল
হামিল্টন সাহেব বলিল, ইংরাজলোকেরা কলিকাত
নগরের নিকটে আর ও ৩৮ গ্রাম কিনিবে, আপনি অনু
মতি দিউন, এবং তাহাদের যত বাণিজ্য দ্রব্য আইসে
যায়, তাহার মাসুল আপনি ক্ষমা করুন। বাদশাহ
সাহেবের নিবেদনে সম্মত হইল। কিন্তু এই কথা প্রচার
হইলে, ও ইংরাজলোক ঐ গ্রাম সকল কিনিতে চাহিলে
বঙ্গদেশের নবাব্ শত্রুতা করিয়া বাধা দিল. তাহাতে
সেই ৩৮ গ্রাম ক্রয় হইল না বটে, কিন্তু সেই অবধি
ইংরাজলোক বিনা মাসুলে বাণিজ্য করিতে পারিল.
তাহাতে কলিকাতার উন্নতি হইতে লাগিল। ই° ১৭৫৬
বাং ১১৬৩ সালে সুজদ্দৌলা বঙ্গদেশের নবাব হইল
যে ব্যক্তি ইংরাজলোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ
করিল; তাহার শত্রুতার কারণ এই২। এক জন দুষ্ট
মনুষ্য তাহার কাছে অপরাধী হইয়া পলাইয়া ইংরাজ-
দের আশ্রয় লইয়াছিল, আর নবাব তাহাকে চাহিলে
ও ইংরাজলোক তাহাকে আপন আশ্রিত বলিয়া
তাহার হাতে সমর্পণ করিল না। অপিচ নবাব শুনিয়া-
ছিল কলিকাতাতে যে গড় আছে, তাহার ভিতরে
ইংরাজেরা অনেক ধন জড় করিয়া রাখিয়াছে, সেই
ধনের প্রতি তাহার লোভ হইল। এবং ইংরাজলো-

কেল্লা সেই সময়ে ঐ গড় আরম্ভ পাকা করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে নবাব বলিল, বুঝি, ইংরাজলোক আপনারা রাজা হইতে চাহে। এই সকল কারণ প্রযুক্ত নবাব সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়া কলিকাতা বেষ্টন করিল। সেই সময়ে গড়ের ভিতরে কেবল ৫১৪ জন সৈন্য ছিল, আর তাহারা প্রায় সকলে অশিক্ষিত। তাহাতে নবাবের অসংখ্য সৈন্য অনায়াসে জয়ী হইয়া গড়েতে প্রবেশ করিয়া লুট পাট করিতে লাগিল, এবং তাহারা গড়ের ভিতরে ১৪৬ ইংরাজলোককে ধরিয়া ছোট এক কারাগারে বদ্ধ করিল। এই স্থানে ঐ বন্দি-লোক বায়ু ও জলের অভাবে এক রাত্রির মধ্যে প্রায় সকলে মরিল। পরে নবাব কলিকাতা নগরেতে এক সৈন্যদল রাখিয়া প্রস্থান করিল। মান্দ্রাজদেশে যে ইংরাজলোক ছিল, তাহারা যখন ঐ সকল ভয়ানক সংবাদ শুনিল, তখন তাহারা অতি দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু নিরাশ হইল না; তাহারা অবিলম্বে নূতন সৈন্য প্রস্তুত করিয়া জাহাজে চড়াইয়া বঙ্গদেশে পাঠাইল। এই সৈন্যদের পতি ক্লাইব সাহেব ছিল। সে ব্যক্তি অতি সাহসী হওয়াতে গঙ্গানদীতে পৌঁছিবা মাত্রে কলিকাতা নগর আক্রমণ করিতে গিয়া আরবার অধি-কার করিল। ইহা শুনিয়া নবাব আরবার যুদ্ধ করিতে আইল, কিন্তু সেই যুদ্ধেতে কেহ জয়ী না হইবাতে নবাব ক্লাইব সাহেবের সহিত সন্ধি করিয়া প্রস্থান করিল; তথাপি ক্লাইব সাহেব ক্ষান্ত হইল না। কলিকাতাহইতে

৪ ক্রোশ উত্তরে নদীর ও পারে ফ্রান্সলোকদের অধি কৃত চন্দননগর আছে, আর সেই সময়ে ইংরাজলোকের ফ্রান্সলোকদের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত ছিল, এই নিমিত্ত ক্লাইব সাহেব চন্দননগর অধিকার করিতে প্রস্থান করিল। নবাব তাহাকে বারণ করিল, কিন্তু ক্লাইব সাহেব তাহা না মানিয়া তথায় গিয়া জয়ী হইয়া ফ্রান্সলোক দিগকে তাড়িয়া দিল। এই কর্ম্ম করিলে পর ক্লাইব সাহেব ভাবিল, নবাব অবশ্য আরবার আমার সাথে যুদ্ধ করিতে আসিবে, ও ফ্রান্সলোক তাহার সহায়তা করিবে, তাহা হইলে আমার রক্ষার পথ থাকিবে না; কেননা আমার অল্প সৈন্য, উহাদের অনেক আছে; কেবল একটা উপায় আছে, ফ্রান্সলোকের সৈন্য ও নবাবের সৈন্য প্রস্তুত ও মিলিত হইবার পূর্ব্বে যদি হঠাৎ গিয়া নবাবকে আক্রমণ করিয়া পদচ্যুত, এবং আর এক জনকে তাহার পদে নিযুক্ত করিতে পারি, তবে নূতন নবাব অবশ্য আমার পক্ষ হইবে; তাহাতে আমি রক্ষা পাইব; কিন্তু এই কর্ম্ম কেবল যুদ্ধ দ্বারাতে হইতে পারিবে না, প্রথমে কোন প্রকার ছল করিয়া নবাবের লোকদের মধ্যে বিবাদ জন্মাইতে হইবে। এমন ভাবিয়া সে অতি গোপন ভাবে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফির খাঁকে বলিয়া পাঠাইল, তুমি যদি আমাদের পক্ষ হও, তবে নবাব পদচ্যুত হইলে তোমাকে রাজ সিংহাসনে বসাইব। তাহাতে মীর জাফির খাঁ সম্মত হইল। ইহা জ্ঞাত হইলে পর ক্লাইব সাহেব ৩১০০ জন

সৈন্য লইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। নবাব সেই সময়ে পলাসি নামক গ্রামের নিকটে ছাউনি করিয়াছিল। ক্লাইব সাহেব যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মীর জাফির খাঁ পূর্ব্বকৃত নিয়ম অনুসারে আপন অধীন সৈন্য দল লইয়া নবাবের পক্ষ ত্যাগ করিল। নবাব ও তাহার অবশিষ্ট সৈন্য ইহা দেখিয়া, সকলে নিরাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। পরে ক্লাইব সাহেব মীর জাফিরকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নবাবের পদে নিযুক্ত করিয়া মুরসিদাবাদ নগরে লইয়া গেল। অল্পদিন পরে পলাতক নবাব ধরা পড়িয়া হত হইল। এই প্রকারে ইংরাজলোক ছল ও বল দ্বারা বঙ্গদেশের রাজাকে পদচ্যুত করিয়া আপন অনুগত এক জনকে সেই পদে নিযুক্ত করিল। এই নূতন নবাব ইংরাজ-লোকদের অনুমতি ছাড়া কিছু করিতে পারিত না, আর সম্প্রতি সেই নবাব নামমাত্র নবাব, ইংরাজলোকেরা দেশের শাসন করে।

১৭ কথালাপ।

পরমেশ্বর মনুষ্যদের সৃষ্টি করিবার সময়ে তাহাদিগকে বিশেষ২ কর্ম্মের জন্যে বিশেষ২ অঙ্গ দিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে গমন করিবার জন্যে পা ও কোন দ্রব্য ধরিবার জন্যে হাত ও দেখিবার জন্যে চক্ষু, ও শুনিবার জন্যে কান এবং কথা কহিবার জন্যে জিহ্বা দিয়াছেন।

অতএব যে২ কর্ম্মের নিমিত্তে যে২ অঙ্গ দিয়াছেন, সেই২ অঙ্গে সেই২ কার্য্য উপযুক্ত রূপে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। আমরা ঈশ্বরের দাস, এই নিমিত্তে যে কর্ম্মেতে ও যে কথাতে তিনি তুষ্ট হন, এমন কর্ম্ম নিত্য করা, এবং এমন কথা নিত্য কহা আমাদের উচিত হয়। পরমেশ্বর আপনি ধর্ম্মময় ও পবিত্র, এই নিমিত্তে ধর্ম্ম কর্ম্মেতে পবিত্র কথাতে তাঁহার সন্তোষ। হে প্রিয় বালক তোমাদের মুখহইতে কখন মন্দ অপবিত্র কথা বাহির না হউক; কাহাকেও গালি দিও না; শুন, ধর্ম্মপুস্তকে বলে, যে কেহ আপন ভাইকে পাগল বলে, সে নরকাগ্নির যোগ্য, এই নিমিত্তে গালি দেওয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে বড় পাপ, আর যে ব্যক্তি গালি দেয়, সে তাঁহার কাছে শাস্তি পাইবে, ইহা জানিবা। তোমাদের মধ্যে অনেক অতি মন্দ গালি চলিত আছে ও তোমরা দিনে২ ক্ষণে২ মন্দ কথা শুনিতে পাইতেছ, সাবধান অন্য লোক এমন মন্দ কথা কহিলে তোমরা তাহাদের মত করিও না। সাবধান হও, কেননা যে ব্যক্তি মন্দ কথা কহে, সে আপনি মন্দ, যে ব্যক্তি কুৎসিত কথা কহে তাহারি মন তেমনি কুৎসিত। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ করিও, দুষ্ট লোক তাঁহাকে কত নিন্দা করিত, কত গালি দিত, তাঁহাকে ভূতগ্রস্ত ও মাতাল বলিত, তথাপি তিনি কাহারো নিন্দা কখন করেন নাই কখন গালি দেন নাই, তাঁহার মুখহইতে কখন অপবিত্র কথা বাহির হয় নাই। তোমরাও তাঁহার তুল্য হও।

আর এক কথা বলি। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর যে ভাব ও যে কর্ম্ম এই বিষয়ের কথা তোমরা কখন মুখে উচ্চারণ করিও না, কেননা তাহাতে অনেক অমঙ্গল হয়; তাহাতে মন অস্থির ও অপবিত্র হয়, এবং নানা কুভাবনা জন্মে, এবং অনায়াসে কুকর্ম্ম করিবার ইচ্ছাও হয়। মন্দ গীত কখন গান করিও না, তাহাতে অবশ্য পাপ হয়, এবং অন্য লোককে এমন গীত গাইতে দেখিলে তোমরা কানে আঙ্গুল দিয়া পলাও। অবশেষে বলি, সর্ব্বদা মনেং ভাবনা কর, ঈশ্বর আমার কথা শুনিতেছেন এবং আমি যদি কোন মন্দ কথা বলি, তবে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।

১৮ মহম্মদ। প্রথম ভাগ।

কলিকাতা হইতে প্রায় ১০০০ ক্রোশ পশ্চিমে অরবিয়া নামে এক দেশ, আর সেইখানে মেক্কা নামক এক নগর আছে। তথায় যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৫৬৯ বৎসর পরে মহম্মদের জন্ম হইল। তাহার পিতার নাম অবদাল্লা ও পিতামহের নাম আবদুল মতালেব। এই আবদুল মতালেবের ১৩ পুত্র ও ৫ কন্যা জন্মিয়াছিল, ও তাহার বয়স ১১০ বৎসর হইয়াছিল। তাহার পুত্র আবদাল্লা আমিনা নামে এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু মহম্মদ পুত্র ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন সন্তান হয় নাই। পরে অল্প বৎসরের মধ্যে মহম্মদের পিতা ও মাতা ও

পিতামহ মরিয়া গেল, আর মহম্মদ ঐ সময়ে শিশু হওয়াতে তাহার খুড়া সকল তাহার পিতার ও পিতামহের ধন আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইল, মহম্মদকে কেবল পাঁচটা উট ও এক দাসী দিল। মহম্মদের বড় খুড়া, সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবুতালেব নামে এক জন ছিল। এই ব্যক্তি পিতা মরিলে পর মহম্মদের রক্ষক ও প্রতিপালক হইল। মহম্মদের ২৫ বৎসর বয়স হইলে সে কাদিসা নাম্নী এক ধনবতী বিধবার দাস্য কর্ম্ম করিতে লাগিল, আর সেই বিধবা তাহাকে বাণিজ্য দ্রব্য সঙ্গে দিয়া বাণিজ্য করিবার জন্যে স্থানে২ পাঠাইত পরে যে কিছু লভ্য হইত, তাহা মহম্মদ আনিয়া আপন কর্ত্রীকে দিত। অল্প বৎসর পরে কাদিসা তাহার প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিল। মহম্মদ কাদিসার স্বামী ও তাহার ধনের অধিকারী হইলেও বাণিজ্য ছাড়িল না, আর সে দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিবার সময়ে নানা লোকের সহিত দেখা ও আলাপ করিল এবং নানা দেশের নানা ধর্ম্ম জ্ঞাত হইল। অপর সে মনে২ বিবেচনা করিল, পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম আছে সকল মিথ্যা দেখা যাইতেছে, অতএব আমি ঐ সকল ধর্ম্মের ভুল ভ্রান্তি প্রকাশ করিয়া নূতন এক ধর্ম্ম স্থাপন করিব। এমত স্থির করিয়া সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেল; আর সেই স্থানে অনেক দিন নির্জনস্থানে থাকিলে পর আর বার আপন পরিবারের নিকটে আসিয়া বলিল, বনের

মধ্যে গাব্রীএল নামে এক স্বর্গীয় দূত আমাকে দেখা দিয়া ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছেন, অতএব আমার কথা মান, পরমেশ্বর এক, আর আমি তাঁহার প্রেরিত। তাহার অন্তরঙ্গ লোক তাহার কথাতে প্রথমে সন্দেহ করিল, পরে সে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উপদেশ দিলে ও অনুরোধ ও অনুযোগ করিলে, অবশেষে তাহার স্ত্রী কাদিসা ও তাহার দাসী জেউদ ও আবুতালেবের পুত্র আলি ও মহম্মদের খুড়া আবুবেকর তাহার শিষ্য হইল। এবং আবুবেকর অতি ধনবান ও ভদ্র লোক হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যে আরও ১০ জন মেক্কানিবাসী বিশিষ্ট লোক মহম্মদের মত অবলম্বন করিল। ইহার পর মহম্মদ কোন দিনে আপনার ৪০ জন কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজনের সময়ে তাহাদিগকে বলিল, হে মিত্র সকল, তোমরা যদি ইহকালে ধন পরকালে সুখ চাহ, তবে আমার কথা মানিয়া সত্য ধর্ম্ম গ্রাহ্য কর, আমার শিষ্য হও। এই কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া থাকিল। পরে মহম্মদ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, আমার স্বপক্ষ কে হইবে? তাহাতে তাহার শিষ্য আলি বলিল, হে গুরো, আমিই তোমার স্বপক্ষ, যে কেহ তোমার শত্রু হয়, আমি তাহার দাঁত ভাঙ্গিব ও তাহার চক্ষু উপড়াইব, ও তাহার ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিব, ও তাহার উদর চিরিয়া ফেলিব, হে গুরো, আমি তোমার সহায়। পরে আলির পিতা মহম্মদকে বলিল, আলি বালক মাত্র সে যাহা বলে বলুক, কিন্তু তুমি আর কেন মিথ্যা চেষ্টা

কর, এ সকল ত্যাগ কর, তোমার এ নূতন মত কেহ গ্রহণ করিবে না। মহম্মদ বলিল, যদি সূর্য্য আমার দক্ষিণ ও চন্দ্র আমার বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমাকে নিবারণ করে, তবু আমি মানিব না। মহম্মদ দশ বৎসর পর্য্যন্ত মেক্কা নগরে আপন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলে পর তাহার শিষ্যের সংখ্যা ক্রমেং বাড়িতে লাগিল; ইহা দেখিয়া সেই নগরের লোক সকল তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে সংহার করিতে পরামর্শ করিল; মহম্মদ ইহা শুনিয়া মেক্কা নগর হইতে পলাইয়া মেদিনা নগরে গেল।

---

১৯ মহম্মদ। দ্বিতীয় ভাগ।

মেদিনা নগর মেক্কা নগর হইতে প্রায় ১০০ ক্রোশ উত্তরে, আর সেইখানকার অনেক লোক পূর্ব্বেতে মেক্কা নগরে গিয়া মহম্মদের উপদেশ শুনিয়া গ্রাহ্য করিয়া তাহার শিষ্য হইয়াছিল, এই নিমিত্তে তাহারা আপন নগরে মহম্মদের আগমনের সংবাদ পাইয়া তাহার কাছে গিয়া অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রাহ্য করিল, আর মেক্কা নগরে তাহার যত শিষ্য হইয়াছিল, তাহারাও ক্রমেং আসিয়া তাহার সহিত মিলিল। এই শিষ্য সকলে মহম্মদকে পুরোহিত ও রাজা ও ঈশ্বরের দূত প্রায় জ্ঞান করিত। এবং মহম্মদ তাহাদের নাম মস্লেম কিম্বা মুসলমান অর্থাৎ ঈশ্বরভক্ত রাখিল। ইহার মধ্যে শিষ্য-

দের সংখ্যা এত বাড়িয়াছিল, যে তাহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০০ অস্ত্রধারী পুরুষ ছিল। ইহা দেখিয়া মহম্মদ অস্ত্র-বলদ্বারা আপন শত্রু দমন ও আপন ধর্ম্ম রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল। কোন সময়ে সে শুনিতে পাইল, তাহার শত্রু আবুসফীয়ান নামক মেক্কা নগরের অধ্যক্ষ বাণিজ্যদ্রব্যের সহিত ১০০০ উট লইয়া মেদিনা নগরের নিকট দিয়া যাইতেছে। তাহাতে মহম্মদ ৩১৩ সৈন্য লইয়া ঐ ১০০০ উট ধরিবার জন্যে ঘাটি বসাইতে গেল। কিন্তু আবুসফীয়ান ইহা জ্ঞাত হইয়া মেক্কার লোকদিগকে সংবাদ দিল, তাহাতে মেক্কার লোকেরা তাহার সহায়তা করিবার জন্যে ৯৫০ জন সৈন্য পাঠাইয়া দিল। ইহারা গিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু এই যুদ্ধেতে মুসলমানেরা অল্প সংখ্যক হইলেও জয়ী হইল। এবং তাহারা ঐ উট সকল ধরিয়া মেদিনা নগরে লইয়া গেল, আবুসফীয়ান আপন অবশিষ্ট সৈন্যকে লইয়া মেক্কাতে গেল। ইহার পরে মুসলমানেরা বারং গিয়া মেক্কা নগরের মহাজনদিগকে দুঃখ দিতে ও তাহাদের বাণিজ্য আটক করিতে লাগিল, তাহাতে আবুসফীয়ান অতিশয় রাগ করিয়া মহম্মদ ও তাহার দলকে সমূলে নষ্ট করিবার জন্যে ৩০০০ সৈন্য লইয়া মেদিনা নগর আক্রমণ করিতে গেল। ইহা শুনিয়া মহম্মদ কেবল ৯৫০ জন সঙ্গে লইয়া মেদিনা নগর ছাড়িয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। তাহাতে আহুদ নামক এক পর্ব্বতে দুই দল মিলিলে ঘোর যুদ্ধ হইল, কিন্তু এই

রুকেতে মহম্মদ ও তাহার দল পরাস্ত হইয়া মেদিনা নগরে পলাইল। এই নগর প্রাচীর বেষ্টিত এই জন্যে শত্রুরা তাহা অধিকার করিতে আপনাকে অক্ষম দেখিয়া মেক্কা নগরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহার পর বৎসরে আবুসফীয়ান ১০০০০ সৈন্য লইয়া মেদিনা নগর দমন করিবার জন্যে প্রস্থান করিল। এ বার মহম্মদ পূর্ব্ব বৎসরের বিপদ স্মরণ করিয়া ও শত্রুদের সংখ্যা দেখিয়া যুদ্ধ করিবার জন্যে নগর হইতে বাহির না হইয়া তাহা আরও শক্ত করিবার জন্যে চারিদিকে গড়খাই করিতে আজ্ঞা দিল। তাহাতে মেক্কার লোকেরা অনেক দিন নগরের সম্মুখে ছাউনি করিয়া থাকিল, কিন্তু নগরস্থ লোকদের কিছু হিংসা করিতে পারিল না। অবশেষে তাহাদের পরস্পর বিবাদ হইল, ও এক ঝড়েতে তাহাদের তাম্বু সকল পড়িয়া গেল, তাহাতে তাহারা বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। মহম্মদ তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ক্রমেং মেদিনা নগরের নিকটস্থ দেশ অধিকার আর সেইখানকার সকল প্রজাদিগকে বলেতে মুসলমান করিল। সাত বৎসর মেদিনা নগরে বাস করিলে পর তাহার পরাক্রমের অতিশয় বৃদ্ধি হইল, তাহাতে সে ১০০০০ সৈন্য লইয়া মেক্কা নগরে গিয়া, তাহা অনায়াসে অধিকার করিয়া সেই স্থানেও দেবপ্রতিমা সকল ভাঙ্গিয়া আপন ধর্ম্ম স্থাপন করিল। পরে বলে হউক, ছলে হউক, অরবিয়াদেশ নিবাসি সকল লোককে ক্রমেং অধীন করিয়া আপন ধর্ম্ম

গ্রাহ্য করাইল। এই সকল দেশ জয় করিলেও তাহার মানস পূর্ণ হয় নাই; সে সমস্ত পৃথিবী আপন ধর্ম্মের অধীন করিতে চাহিল। কিন্তু অন্য দেশ অধিকার করিবার জন্যে যে সময়ে সৈন্য প্রস্তুত করিল, সেই সময়ে তাহার জ্বর হইল, আর তাহার ১৫ দিন পরে সে আপন স্ত্রী আয়েসার কোলে মস্তক নোয়াইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়ে তাহার বয়স ৬৩ বৎসর ছিল। তাহার মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া মেদিনার লোকেরা অতিশয় শোকার্ত্ত হইল, আর কেহ২ অবিশ্বাস করিয়া বলিল, তিনি আমাদের গুরু তিনি কি মরিবেন, তিনি মরেন না। এবং অমার নামে তাঁহার এক জন শিষ্য খড়্গ খুলিয়া বলিল, যে কেহ বলে মহম্মদ মরিয়াছেন, তাহার মস্তক কাটিব। পরে বৃদ্ধ আবুবেকর বলিল, হে প্রিয় লোক এমন অনুচিত কেন কহ, মহম্মদ চিরজীবী নয়, কিন্তু যে ঈশ্বরের সেবক তিনি ছিলেন, তিনিই চিরজীবী, আর মহম্মদ ও কখন বলেন নাই, যে তাহার মৃত্যু হইবে না। এই কথা শুনিয়া লোকেরা কিছু স্থির হইয়া মহম্মদের দেহ লইয়া কবর দিল। পরে আবুবেকর তাহার পদে নিযুক্ত হইল।

মহম্মদের ধর্ম্ম মনুষ্যকল্পিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই, এবং তাহাতে ত্রাণের পথ পাওয়া যায় না, কেননা মহম্মদ কেবল এই কথা বলে, সৎকর্ম্ম করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, কিন্তু পাপহইতে মনুষ্য কিসেতে উদ্ধার পায় ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয়, এ কথা কিছুই বলে নাই।

২০ ধর্ম্মবিষয়ক নানা হিতউপদেশ।

ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণ ভরসা রাখ—আপন বুদ্ধিতে ভরসা রাখিও না।

দুষ্ট লোক ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত—ধার্ম্মিকেরা তাঁহার আশীঃ প্রাপ্ত।

ঈশ্বর ধার্ম্মিকদের পালন করেন—দুষ্ট লোকদের সম্পত্তি নষ্ট হয়।

অলস ব্যক্তির ধন উড়িয়া যায়—শ্রমি ব্যক্তির বিষয় বৃদ্ধি পায়।

দাঁতেতে বালি ও চক্ষুতে ধূম যেমন—আপন কর্ত্তার প্রতি অলস দাসও তেমন।

শূকরের নাকে নত যেমন—নির্লজ্জা স্ত্রীর সৌন্দর্য্য তেমন।

কেহ ধন ব্যয় করিলেও ধনী হয়—কেহ ধন রাখিলেও নির্ধন হয়।

মিথ্যাবাদি লোক পরমেশ্বরের ঘৃণিত—সত্যবাদি ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়।

পরকে তুচ্ছ করিলে পাপ হয়—দুঃখির প্রতি দয়া করিলে পুণ্য হয়।

হস্তের শ্রমেতে লাভ—মুখে বকিলে কিছু হয় না।

অহংকারিদের সর্ব্বনাশ হয়— নম্র লোক রক্ষা পায়।

ধনসম্পত্তি পিতৃলোক হইতে হয়—বুদ্ধিমতী ভার্য্যা ঈশ্বর হইতে হয়।

ভদ্র লোক বিবাদ করে না—মূর্খলোক বিবাদকরণে রত।

আমি শুদ্ধসত্ত্ব, আমার পাপ নাই, এমন কথা কে কহিতে পারে ?

ছলে প্রাপ্ত অন্ন প্রথমে মিষ্ট লাগে, শেষে বড় তিক্ত হয়।

যে ব্যক্তি মাবাপকে শাপ দেয়, তাহার বংশ কুশল পাইবে না।

হিংসিত হইলে প্রতিহিংসা করিও না, আপন দুঃখ ঈশ্বরকে জানাও, তিনি বিচার করিবেন।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন পরামর্শ খাটে না।

ঈশ্বরকে ভয় করিলে ও নম্র হইলে, ধন ও সম্ভ্রম ও দীর্ঘায়ু হয়।

ঈশ্বরের আজ্ঞা যে ব্যক্তি তুচ্ছ করে, তাহার ভজনাই পাপমাত্র।

---

২১ মহারাণী বিক্টরিয়া।

হে প্রিয় বালক, ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, রাজগণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে আদর করা ও তাহাদের অধীন হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। এই দেশের কর্ত্রী মহারাণী বিক্টরিয়া; তাঁহার মূর্ত্তি তোমরা সকলে টাকার উপরে দেখিয়াছ, কিন্তু তাহার জন্মাদি বৃত্তান্ত জান না। শুন, ২৫ বৎসর হইল তৃতীয় জর্জ নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ড দেশের রাজা ছিলেন। এই রাজার তিন ভাই এবং এক পুত্র ছিল। এবং এই তিন ভাইএর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্তান হয় নাই, কেবল তৃতীয় ভাইএর এক কন্যা হইল; তাহার নাম

বিক্টোরিয়া। বিক্টোরিয়া ইং ১৮১৯ বাং ১২২৬ সালে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার এক বৎসর পরে এই কন্যার পিতা মরিল ও তাহার সাত দিন পরে মহারাজা জর্জ যিনি তাহার খুড়া তাঁহারও মৃত্যু হইল। পরে মৃতরাজার পুত্র চতুর্থজর্জ নামে খ্যাত হইয়া রাজসিংহাসনে বসিলেন। বিক্টোরিয়া চারি বৎসর বয়স্কা হইলে পর বিদ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, ও তাঁহাকে শিক্ষা দানার্থে তাঁহার নিকটে কএক জন উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত হইল, আর তিনি শিক্ষাতে অধিক মনোযোগ করিতেন, এপ্রযুক্ত তিনি অতি শীঘ্র নানা বিদ্যাতে নিপুণা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যখন ৮ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার আর এক জন খুড়ার মৃত্যু হইল, এবং তাহার ৩ বৎসর পরে চতুর্থ জর্জ রাজা মরিলেন। তাহাতে ঐ বালিকার অবশিষ্ট খুড় চতুর্থ উইলিয়াম খ্যাত হইয়া রাজা হইলেন। ইং ১৮৩৭ সালে তাঁহারও মৃত্যু হয়, তাহাতে রাজবংশের মধ্যে এ বিক্টোরিয়া একাকিনী হওয়াতে তিনি রাজসিংহাসনের অধিকারিণী হইলেন। তখন তাহার বয়স ১৮ বৎসর ছিল। তাহার পর বৎসরে অর্থাৎ ইং ১৮৩৮ বাং ১২৪৫ সালে এক জন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ লণ্ডননগরের প্রধান ভজনালয়ের মধ্যে অসংখ্য লোকের সাক্ষাতে তাঁহাকে অভিষেক করিয়া ও তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট দিয়া তাঁহাকে মহারাণী পদে নিযুক্ত করিল। তাহার অল্প দিন পরে মহারাণী উত্তম রাজবংশজাত এক যুবপুরুষকে মনোনীত করিয়া বিবাহ করিলেন; এই পুরুষের

নাম আল্বর্ট, আর তাহাহইতে রাণীর সন্তুতি এক কন্যা আর এক পুত্র জন্মিয়াছে। রাণী সপরিবারে অতি বৃহৎ ও সুন্দর এক অট্টালিকাতে বাস করেন ও তাহার কাছে অসংখ্য দাস দাসী নিযুক্ত আছে; তাঁহার অনুমতি না পাইলে কেহ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি প্রায় প্রতিদিন স্বামির সহিত আপন রথে চড়িয়া বায়ু সেবন করিতে বাহিরে যান, তাহাতে সকল লোক তাহাকে দেখিতে পায়। জগতের মধ্যে প্রায় তাহার ন্যায় সম্ভ্রান্তা স্ত্রীলোক আর নাই, কিন্তু এমন গৌরব প্রাপ্তা হইলেও তিনি আপন ইচ্ছাতে রাজ্য চালাইতে পারেন না, অন্য সামান্য লোক সকল যেমন ব্যবস্থার অধীন, তেমন মহারাণীও ব্যবস্থার অধীন, ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি কিছু মাত্র করিতে পারেন না, আপনার এক জন দাসকে প্রহার করিবার কিম্বা কারাগারে বদ্ধ করিবার আজ্ঞাও তিনি দিতে পারেন না। যে দেশে ব্যবস্থা সকলের মান্য হয় ও রাজা প্রজা দুঃখী ধনী সকলে তাহার অধীন হইয়া থাকে, সেই দেশের মঙ্গল হয়।

২২ পৃথিবীর বিভাগ।

পৃথিবী দুই মহাদ্বীপে বিভক্ত। একের নাম পুরাতন মহাদ্বীপ, অন্যের নাম নূতন মহাদ্বীপ। পুরাতন মহাদ্বীপে পূর্ব্বাপর মনুষ্যদের বাস, এই নিমিত্তে তাহার নাম পুরাতন। নূতন মহাদ্বীপ প্রথমে লোকশূন্য ছিল, পরে

পুরাতন মহাদ্বীপের লোকেরা বিশেষতঃ ইউরোপ দেশের লোকেরা তাহার অনুসন্ধান পাইয়া মহাসাগর পার হইয়া তথায় নূতন বসতি করিল, তাহাতে তাহার নাম নূতন মহাদ্বীপ হইল।

পুরাতন মহাদ্বীপ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম আশিয়া; দ্বিতীয় ভাগের নাম ইউরোপ; তৃতীয় ভাগের নাম আফ্রিকা। নূতন মহাদ্বীপের নাম আমেরিকা।

সেই দুই মহাদ্বীপ মহাসাগরে বেষ্টিত। এই মহাসাগর পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম আটলাণ্টিক সাগর, তাহা পুরাতন মহাদ্বীপের পশ্চিমে। দ্বিতীয়ের নাম পাসিফিক সাগর, তাহা পুরাতন মহাদ্বীপের পূর্ব্বদিগে, এই সাগরের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। তৃতীয়ের নাম হিন্দু সাগর, তাহা পুরাতন মহাদ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে। চতুর্থ ভাগের নাম উত্তর হিমসাগর, তাহা দুই মহাদ্বীপের উত্তরদিগে; এই সাগরে এত হিম হয়, যে সেখানে জাহাজের গতায়াত প্রায় হয় না। পঞ্চম সাগরের নাম দক্ষিণ হিমসাগর, তাহা প্রথম উক্ত তিন সাগর অর্থাৎ আটলাণ্টিক ও পাসিফিক ও হিন্দু সাগরের দক্ষিণদিগে; সেখানেও হিমের প্রবলতা প্রযুক্ত জাহাজের গমনাগমন হয় না।

---

২৩ মিত্রলাভ।

এক কাক কচ্ছপ ইন্দুর এবং হরিণ ইহারা পরস্পর মিত্রতা করিয়া সুখেতে বাস করে। পরে এক দিবস কচ্ছপ

ব্যাধের ভয়ে ভীত হইয়া অন্য পুষ্করিণীতে চলিল; তাহাতে কাক হরিণ ইন্দুর তাহার তিন মিত্র বলিল, তুমি জলজন্তু, তোমার স্থলে গমন উচিত নহে। কিন্তু কচ্ছপ তাহাদের কথা শুনিল না। পরে পথের মধ্যে কোন ব্যাধ ঐ কচ্ছপকে ধরিয়া ধনুতে বান্ধিয়া আপন ঘরে চলিল। অনন্তর হরিণ ও কাক ও ইন্দুর অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ গেল; এবং ইন্দুর বিবেচনা করিয়া বলিল, আহাঃ ঐ কচ্ছপ কি আমাদের মিত্র নয়, তবে এই ভারী বিপদকালেতে তাহার উদ্ধার করা আমাদের উচিত হয়; আমার পরামর্শ শুন, হরিণ জলের নিকটে গিয়া আপনাকে মৃতের ন্যায় দেখাউক, কাক তাহার উপরে বসিয়া ঠোঁট দিয়া ঠোকরাউক; তবে নিশ্চয় এই ব্যাধ কচ্ছপকে কোন স্থানে রাখিয়া মৃগমাংসের লোভে শীঘ্র আসিবে; তাহার পর আমি গিয়া দাঁতেতে কচ্ছপের বন্ধন কাটিব, ব্যাধ নিকটে আইলে তোমরা দুই জন পলাইবা। অনন্তর হরিণ ও কাক শীঘ্র গিয়া সেই রূপ করিলে পর ঐ ব্যাধ দূরে থাকিয়া ঐ হরিণকে মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখিল, তাহাতে সে কচ্ছপের সহিত আপন ধনুকে এক গাছতলাতে রাখিয়া হরিণের নিকটে গেল। ইহার মধ্যে ইন্দুর কচ্ছপের বন্ধন কাটিলে সে কচ্ছপ তৎক্ষণাৎ জলে প্রবেশ করিল; এবং ঐ হরিণ সেই ব্যাধকে নিকটে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া পলাইল। অতএব মিত্রলাভ করা ভাল, কেননা বিপদ কালে মিত্র থাকিলে বড় উপকার দর্শে।

২৪ শীয়াল ও কাক।

কোন কাক দোকানহইতে এক পীটা চুরি করিয়া উড়িয়া গিয়া বনের মধ্যে এক উচ্চ গাছে বসিল। সেই গাছতলাতে ক্ষুধিত এক শীয়াল ছিল। কাককে দেখিয়া ঐ শীয়াল মনে২ বলিল, আহাঃ ঐ পীঠা যদি আমি খাইতে পাইতাম, তবে বড় ভাল হইত, কেননা পেটের জ্বালাতে মরিতেছি। পরে সে ধূর্ত্ত শীয়াল কাকের প্রতি মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদুভাবে বলিতে লাগিল, ও হে প্রিয় মহাশয়, আপনকাকে দেখিতে বড় আহ্লাদিত আছি। আহাঃ আপনি কেমন সুন্দর পক্ষী। যে লোকেরা আপনকার নিন্দা করিয়া বলে, কাকের আকার ভাল নয় ও তাহার বর্ণ কুৎসিত ও মলিন, তাহারা অতি দুষ্ট ও অজ্ঞান, আহাঃ মরি২ আপনকার রূপ লাবণ্য দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইতেছি, আপনকার শ্যামবর্ণ কলেবর সূর্য্যের কিরণে কিবা ঝলমল করিতেছে। এ কথা শুনিয়া কাক মহাশয় অতি আহ্লাদিত হইয়া পাখা ঝাড়িতে ও বুক ফুলাইতে লাগিল। পরে শীয়াল আরবার তাহার প্রতি ধীরে২ বলিতে লাগিল, আপনকার শ্রীমুখের সুমধুর গান যদি শুনিতে পাইতাম, তবে আমার জন্ম সফল হইত; লোকেরা বলে, আপনকার গান শুনিতে ভাল লাগে না, হে মহাশয়, তাহাদের কথা কি মানিব; আপনি আমার এই সন্দেহটী ঘুচাউন, তবে আমি সর্ব্বস্থানে আপনকার সুখ্যাতি প্রচার করিব। কাক

শীয়ালের এই সকল কথাতে ভুলিয়া মনে করিল, শীয়াল সরল হইয়া কথা কহিতেছে; তাহাতে সে ঠোঁট খুলিয়া কা কা করিলে পীঠা পড়িয়া গেল। পরে শীয়াল দৌড়িয়া গিয়া তাহা ধরিয়া তুলিয়া হাসিয়া গ্রাস করিল, এবং কাক অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিল, আমি পাগল শীয়ালের স্তুতিবাদে মন দিলাম কেন।

হে প্রিয় বালক, তোমরা কাহারো স্তব স্তুতি করিও না, এবং কেহ তোমাদের স্তব স্তুতি করিলে তাহাতে মন দিও না, কেননা যাহারা তোমাদের স্তব স্তুতি করে, তাহারা তোমাদের মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া কেবল আপনাদের লাভ চেষ্টা করে।

২৫ বিলাত।

যে সাহেবেরা এই দেশের কর্ত্তা আছে, তাহারা সকলে বিলাত হইতে আসিয়াছে। সে বিলাতদেশ কোথা ও কতদূর ও কেমন তাহা কিঞ্চিৎ বলি। সাহেবেরা আপন দেশকে বিলাত বলে না, তাহারা তাহাকে ইংলণ্ড কিম্বা ব্রিটেন বলে। সেই দেশ বঙ্গদেশের উত্তর পশ্চিম-দিগে, আর তথায় যাইতে দুই পথ আছে। সমুদ্র পথ ও স্থল পথ। সমুদ্র পথ অতি দূর প্রায় ৮০০০ ক্রোশ। যে সকল জাহাজ ইংলণ্ড হইতে কলিকাতা নগরে আইসে আর সেখানে ফিরিয়া যায়, সে সকল এই পথে যাতা-য়াত করে; এই পথের নিয়ম এই, কলিকাতাহইতে লঙ্কর

তুলিয়া গঙ্গাসাগর দিয়া প্রথমে দুই মাস দক্ষিণ পশ্চিম দিগে যাইতে হয়, পরে জাহাজ ফিরাইয়া উত্তরমুখো গেলে আর দুই মাসে ইংলণ্ডদেশে পৌছে। এই পথ অপেক্ষা স্থল পথ অতি কম, তাহা কেবল ২৫০০ ক্রোশ, তাহার বিবরণ এই, কলিকাতা নগরে পাল্কিতে চড়িয়া ঠীক পশ্চিম দিগে গেলে ১২ দিনে বম্বে নগরে যাওয়া যায়, সেই নগরে জাহাজে চাপিয়া ২০ দিনের মধ্যে মিসরদেশে পৌছে; সেইখানে উলিয়া চারি দিন পর্য্যন্ত স্থলযাত্রা করিতে হয়, পরে অন্য এক জাহাজে আরোহণ করিয়া ১৫ দিনে ইংলণ্ডদেশে যাওয়া যায়।

ইংলণ্ডদেশের উত্তরে স্কটলণ্ড নামক এক দেশ আছে; এই দুই দেশ সমুদ্রেতে বেষ্টিত এবং তাহাতে যে দ্বীপ হয় তাহা ৩০০ ক্রোশ লম্বা এবং ১০০ ক্রোশ চৌড়া। পূর্ব্বে ঐ দুই দেশ পৃথক রাজ্য ছিল, কিন্তু সম্প্রতি এক ব্যক্তি দুইএর শাসন করে। ইংলণ্ডের পশ্চিমদিগে অল্প দূরে আর এক দ্বীপ আছে, তাহার নাম আইর্লণ্ড; এই দ্বীপ অনুমান ১৫০ ক্রোশ লম্বা ৮০ ক্রোশ চৌড়া, আর তাহাও মহারাণীর অধীন।

ইংলণ্ডদেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা, ও সেইখানে বন ও পতিত ভূমি প্রায় নাই, এবং এই দেশে অসংখ্য সুন্দর গ্রাম ও নগর ও অট্টালিকা আছে; ইংলণ্ডদেশের অনেক লোক বাণিজ্য দ্বারা অতিশয় ধনবান হইয়াছে; স্কটলণ্ডদেশে শীত প্রবল, আর সেইখানে অনেক পর্ব্বত ও পতিত ভূমি ও মাঠ আছে, এই প্রযুক্ত লোকসংখ্যা

কম, এবং তাহাদের ধন ও বড় হয় নাই। তথাকার অনেক মনুষ্য ভেড়া ও ছাগল চরাইয়া পর্ব্বত ও মাঠে বাস করে এবং অনেকে মৎস্যজীবী আছে। আইর্লণ্ডদেশ নানা উচ্চ ও ফলবান বৃক্ষেতে আচ্ছাদিত অতি উর্ব্বরা ভূমিবিশিষ্ট দেশ ও তাহাতে নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, তথাপি সেই দেশের অধিক লোক দরিদ্র।

উক্ত তিন দেশে তিন প্রধান নগর আছে অর্থাৎ আইর্লণ্ডদেশে ডুব্লিন, স্কটলণ্ডদেশে এদিনবর্গ, ইংলণ্ডদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লণ্ডন নগর। লণ্ডন নগর জগতের মধ্যে প্রধান রূপে গণ্য, তাহা কলিকাতা অপেক্ষা ছয় গুণে বড়, আর সেইখানে কোন খড়ের ঘর নাই, সকল ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদ, আর প্রতি ঘরে দুই তিন তলা আছে। লণ্ডন নগর সমুদ্র হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে থেমসনদীর তীরে স্থিত। এই নদীর উপর দিয়া চারি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহার নীচে দিয়া এক সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত করা গিয়াছে, যাহা দিয়া শকট ঘোড়া মানুষ দিবারাত্রি গতায়াত করে। বৎসর২ হাজার২ বৃহৎ জাহাজ আসিয়া লণ্ডন নগরে বাণিজ্য করে।

---

২৬ মুক্তান্বেষণ।

মুক্তা অতি সুন্দর উজ্জ্বল গোলাকার বস্তু, মটর কলাই অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র। ধনবান লোক প্রায় সকল দেশে অলঙ্কারের জন্যে মুক্তার আদর করে; এক মুক্তা ক্ষুদ্র হইলে ৫০ কিম্বা ১০০ টাকাতে পাওয়া যায়, কিন্তু বৃহৎ

হইলে তাহার মূল্য ৫০০ কি ১০০০ টাকা হইতে পারে।
মুক্তা সমুদ্রের মধ্যে ঝীনুকের ভিতরে জন্মে, এবং এক২
ঝীনুকের ভিতরে কখন ৫।৬।৮ মুক্তা হয়। লঙ্কাদ্বী
পের নিকটস্থ সমুদ্রেতে অনেক মুক্তা পাওয়া যায়,
তাহা কি প্রকারে ধরা যায়, তাহা বলি শুন।

মুক্তা সমুদ্রের নিজ ধারে পাওয়া যায় না, কূলহইতে
৭ কি ৮ ক্রোশ দূরে এক চড়া আছে, সে চড়া জলে
মগ্ন, বটে, কিন্তু জল গভীর নহে, অনুমান ১৫ কি ২০
হাত। ঐ চড়া লঙ্কাদ্বীপের শাসনকর্ত্তার অধিকারস্থ,
আর তিনি বৎসর ২ তাহা ইজারা দেন; কিন্তু বারো
মাস সেইখানে কর্ম্ম চলে না, কেবল চৈত্র ও বৈশাখ
মাসে চলে, কেননা সেই দুই মাসে সমুদ্র কিছু সুস্থির,
অন্য সময়ে সেই স্থানে ঢেউ প্রযুক্ত মুক্তা তোলা অসাধ্য।
চৈত্রমাসের কিছু দিন পূর্ব্বে অসংখ্য লোক সমুদ্রের তীরে
একত্র হয়, তাহারা সকলে থাকিবার জন্যে বালির উপরে
কুড়িয়া ঘর বান্ধে। কেহ মুক্তা কিনিবার জন্যে, কেহ
মুক্তা তুলিবার জন্যে, কেহ দোকান করিবার জন্যে, কেহ
বা কৌতুক দেখিবার জন্যে যায়। যাহারা মুক্তা তুলি-
বার কর্ম্মেতে নিযুক্ত, তাহারা দুই প্রহর রাত্রিতে নৌকায়
চড়িয়া পাইল তুলিয়া চড়ায় যায়; সেইখানে তাহারা
সূর্য্য উদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পৌঁছে। কখন২ ২০ কিম্বা
৩০ নৌকা সেই স্থানে একত্র হয়। এক২ নৌকাতে ১ জন
মাজী, ২ জন পথদর্শক, ১০ জন দাঁড়ী এবং ১০ জন ডুবুরু
থাকে। ঐ চড়ার নিকটে রাজকীয় এক জাহাজ লঙ্গর

করা আছে। সূর্য্য উদয় হইলে ঐ জাহাজে কামানের শব্দ হয়। তাহা শুনিবা মাত্র সকল নৌকার লোকেরা লঙ্গর ফেলিয়া কার্য্য আরম্ভ করে। ডুবরু অর্থাৎ যাহারা জলে ডুবিয়া মুক্তা তোলে, তাহারা সকলে একেবারে ডোবে না, পাঁচ২ জন পালা করিয়া ডুবে। ডুবিবার সময়ে তাহারা দক্ষিণ হাতে একখান বড় ছুরী, বাম হাতে একটা চুপড়ি লয়, আর শীঘ্র সমুদ্রের তলাতে পৌঁছিবার জন্যে তাহারা দুই পা এক ভারি পাথরের উপরে দেয়, সেই পাথর এক রসিতে বান্ধা থাকে, আর সেই রসি নৌকার লোকেরা ধরিয়া থাকে, সমুদ্র তলাতে পৌঁছিলে পর তাহারা সেই ছুরিতে প্রস্তরাদিতে সংলগ্ন ঝিনুক খুলিয়া বামহাতের চুপড়িতে রাখে। ঐ চুপড়িতেও এক রসী বান্ধা থাকে, আর নৌকার এক জন তাহার খুঁট ধরিয়া থাকে। পরে ডুবরু নিশ্বাস ফেলিবার জন্যে যখন উপরে উঠে তখন সে ঐ রসী কিছু নড়ায়, তাহাতে নৌকাতে স্থিত ব্যক্তি টের পাইয়া চুপড়ি তুলিয়া ঝিনুক সকল নৌকাতে ফেলিয়া রাখে। পরে অন্য ডুবরু নামে। এই প্রকার দেড় প্রহর পর্য্যন্ত মুক্তান্বেষণ কর্ম্ম হইলে পরে আর বার কামানের শব্দ হয়, তাহাতে সকল নৌকার লোক লঙ্গর তুলিয়া তীরে যায়। সেইখানে তাহারা সকল ঝিনুক বেড়াতে ঘেরা এক বিশেষ স্থানে ভূমির উপরে ছড়িয়া দেয়। তাহাতে রৌদ্রের তেজ প্রযুক্ত ঝিনুক শীঘ্র পচিয়া যায়। তাহার পর ঝিনুক খুলিয়া তাহার ভিতরহইতে মুক্তা খসাইয়া বড় এক

পাত্রেতে রাখে, সেই পাত্রের আকার প্রায় তোমার মত ও তাহাতে জল থাকে। আর যাহারা এই কর্ম্ম করে, তাহারা পাছে কোন মুক্তা আপন বস্ত্রেতে লুকা ইয়া কিম্বা গিলিয়া চুরি করে, এই নিমিত্তে তাহাদের উপরে কএক জন প্রহরি নিযুক্ত থাকে। ঐ পাত্রেতে তারং ধৌত করিলে পর তাহারা মুক্তা সকল বাছিয়া উত্তম ও বড় মুক্তা এক স্থানে, মধ্যম এক স্থানে, ক্ষুদ্র ও অধম মুক্তা আর এক স্থানে রাখে। পরে যাহারা ঐ চড়া ইজারা করিয়া লয়, তাহারা আপনং মুক্তা লইয়া যায়, কিম্বা ঐ মেলাতে উপস্থিত ব্যাপারিদের কাছে বেচে।

২৭ এক বুদ্ধিমান কুক্কুরের কথা।

প্রায় ৮০০ বৎসর হইল ফ্রেন্সদেশে অব্রি নামক এক ভদ্র ও ধনবান ব্যক্তি ছিল। এই ব্যক্তির বড় একটা কুক্কুর ছিল। কোন দিনে সে আপন কুক্কুরকে সঙ্গে লইয়া এক বন দিয়া যাইতেছিল; সেই বনের মধ্যে মাকারি নামক তাহার এক জন শত্রু ঘাটি বসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া সংহার করিল। পরে তাহার দেহকে এক গাছের তলাতে পুতিয়া রাখিয়া মাকারি চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ কুক্কুর আপন মৃত কর্ত্তার দেহকে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল না। অবশেষে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নগরে আসিয়া আপন হত কর্ত্তার যে এক জন বন্ধু ছিল, তাহার ঘরে গেল। এবং ভেউং করিয়া কান্দিয়া

তাহাকে যত্নেতে ধরিয়া কিছু টানিতে লাগিল, ও তাহার কাছে গিয়া ঐ মনুষ্যকে আপনার সঙ্গে যাইতে এক প্রকার সঙ্কেত করিল। শেষে ঐ ব্যক্তি কুকুরের এমত আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিয়া তাহার সঙ্গে বাহিরে গেল। কুকুর তাহাকে বনের ভিতরে ঐ গাছ তলাতে লইয়া গেল, আর সেখানে পা দিয়া মাটি খুলিয়া আপন প্রভুর শব দেখাইয়া দিল; কিন্তু কে তাহাকে বধ করিয়াছে, তাহা বলিতে ঐ কুকুরের অসাধ্য ছিল। কিছু দিন পরে ঐ কুকুর দৈবাৎ মাকারির দেখা পাইল। তাহাতে সে অতি রাগান্বিত হইয়া দৌড়িয়া তাহাকে এমন শক্ত রূপে কামড়াইয়া ধরিল যে তাহকে ছাড়ান প্রায় অসাধ্য ছিল। পরে সকলে আশ্চর্য বোধ করিয়া বলিল, এ কুকুরকে আমরা অনেক দিন অবধি জানি, এ অতি মৃদু ও অহিংসক, ইহার এমত ক্রোধ এই ব্যক্তির প্রতি কেন হইল। তাহাতে কেহ২ কহিল, আমরা জানি, আপন মৃত কর্ত্তার প্রতি এই কুকুরের অতিশয় স্নেহ ছিল, আর ইহাও জানি, ঐ মাকারি মৃত অব্রির পরমশত্রু ছিল, কি জানি, ঐ মাকারি তাহাকে বধ করিয়াছে। পরে এই কথা রাজার কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি ঐ কুকুরকে আপনার কাছে আনাইল। আর সেই কুকুর আসিয়া অতি শান্ত হইয়া কাহাকেও কিছু করিল না, কিন্তু রাজার নিকটে যে সকল লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে যখন মাকারিকে দেখিতে পাইল, তখন সে তর্জন গর্জন করিয়া তাহাকে ধরিতে গেল। সেই সময়ে ঐ দেশে এই রীতি ছিল, বিচারকর্ত্তারা

[illegible] না পারাতে কোন কালে প্রতিবাদির বিচার নিষ্পত্তি করিতে যদি না পারিত, তবে তাহারা সেই দুই জনকে পরস্পর যুদ্ধ করাইত, কেননা তাহারা বলিত পরমেশ্বর নির্দোষ ব্যক্তিকে কখন হারিতে দিবেন না। পরে রাজা মাকারির সহিত কুকুরের যে বিবাদ তাহার সত্যাসত্যতা জানিবার জন্যে দুই জনকে পরস্পর যুদ্ধ করাইতে আজ্ঞা দিল। এই যুদ্ধ দেখিতে অনেক লোক একত্র হইল। রাজা মাকারিকে এক লাটি হাতে লইতে অনুমতি দিল, এবং কুকুর শ্রান্ত হইয়া যাহাতে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে পারে, এমন মধ্যস্থানে একটা পিপা রাখিতে কহিল। যুদ্ধের এই প্রকার উদ্যোগ করিলে পর তাহারা কুকুরকে মাকারির প্রতি ছাড়িয়া দিল। তাহাতে কুকুর মাকারির হাতে লাটি দেখিয়া অনেক ক্ষণ তাহাকে ঘুরিয়া২ দৌড়িল, আর পাছে কুকুর পশ্চাৎ আসিয়া আমাকে ধরে এই ভয়ে মাকারি ও ঘুরিতে লাগিল, অবশেষে কুকুর আপন শত্রুকে শ্রান্ত ও হীনবল ও অমনোযোগী দেখিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া গলাতে ধরিয়া টানিয়া ভূমিতে ফেলিল। মাকারি এইরূপ হারিয়া, রাজার এবং সেখানে যত লোক ছিল, সকলের কাছে আপন দোষ স্বীকার করিল; পরে রাজা তাহার মস্তক কাটিতে আজ্ঞা দিল।

২৮ ঐক্য বিষয়ক নীতি কথা।

দুই বলদ মাঠের মধ্যে খড়ের গাদা দেখিয়া সেই খানে গিয়া খাইতে লাগিল, তাহাতে দূরে থাকিয়া বাঘ তাহাদিগকে দেখিয়া মনে ২ ভাবিল, উহার এক জনকে যদি ধরিয়া খাইতে পাই, তবে আমার ক্ষুধা নিবারণ হয়, কিন্তু দুই জন একত্র থাকিলে তাহারদিগকে হিংসা করিতে পারিব না, কেননা এক জনকে যদি ধরি তবে অন্য জন মারিয়া শৃঙ্গেতে আমাকে গুঁতাইবে, এই নিমিত্তে আগে তাহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ জন্মাই, পরে দুই জনকে মারিব। এই প্রকার মনে স্থির করিয়া সে আপন গায়েতে এক গরুর ছাল দিয়া ধীরে ২ গিয়া এক বলদের কাছে আসিয়া তাহার কাণে বলিল, তুমি এমন পাগল কেন, ঐ বলদ তোমার খড় সকল খাইতেছে, তোমার কিছুই থাকিবে না, তুমি তাহাকে তাড়িয়া দেও। বলদ বাঘের কথা হিতপরামর্শ বুঝিয়া অন্য বলদকে কটুবাক্য বলিয়া শৃঙ্গেতে গুঁতাইয়া দূর করিয়া দিল। পরে বাঘ আপন ছাল ফেলিয়া লাফ মারিয়া এই বলদকে ঘাড়ে ধরিয়া কামড়াইয়া সংহার করিল, পরে অন্য বলদের কাছে গিয়া তাহাকেও বধ করিল। তাহার পর সে বলিল, এ বলদকে এখনি খাই, ঐ বলদ কল্যকার জন্যে আপন ঘরে লইয়া যাই। ঐ দুই বলদের বিচ্ছেদ হইলে যেমন সর্ব্বনাশ হইল, তেমন মনুষ্যদের মধ্যে ও হয়, কেননা যে রাজ্য ও যে ঘরে বিবাদ

হয়, সেই হাথ ও [illegible] থাকে [illegible]। কিন্তু যে সকল লোক পরস্পর [illegible] থাকে, তাহাদের [illegible] হয় ও তাহাদের হিংসা কেহ করিতে পারে না। [illegible] আর এক দৃষ্টান্ত বলি শুন।

কোন ব্যক্তির দশ পুত্র ছিল, তাহাদের পরস্পর বিবাদ হইত, তাহাতে এক দিন পিতা দশ জনকে আপনার কাছে ডাকিয়া বলিল, তোমরা সকলি এক২ লাঠি লইয়া আমার কাছে আইস। তাহাতে তাহারা সেইরূপ করিল। পরে সে এক জনকে বলিল, তোমার হাতে যে লাঠি আছে, তাহা ভাঙ্গিতে পার কি না। তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ লাঠি দুই হাতে ধরিয়া আপনার হাঁটুর উপরে অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে পিতা আর এক জনকে সেই কথা বলিল; তাহাতে সে ও আপন লাঠি ভাঙ্গিল। তাহার পর পিতা অন্য আট জনের লাঠি লইয়া আটি করিয়া রজ্জুতে বান্ধিল, আর তাহাদের হাতে দিয়া বলিল, এখন ভাঙ্গ দেখি, তাহাতে তাহারা অনেক চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গিতে না পারিয়া পিতাকে বলিল, রজ্জু খুলিয়া লাঠি পৃথক করিলে ভাঙ্গিতে পারি, একত্র হইলে পারি না। তখন পিতা তাহাদিগকে বলিল, দেখ, একত্র হইলে বলবৃদ্ধি হয়, তোমরা যদি মেলে থাক, ও স্নেহবন্ধনেতে পরস্পর বদ্ধ হও তবে কোন শত্রু তোমাদের হিংসা করিতে পারিবে না।

২৯ হিন্দুস্থানের বিবরণ।

যে বঙ্গ দেশে আমরা বাস করি, তাহা হিন্দুস্থানের

[illegible] অধ্যায়। হিন্দুস্থান অতিবৃহৎ দেশ প্রায় [illegible] ক্রোশ লম্বা ৮০০ ক্রোশ চৌড়া ও তাহার মধ্যে কমবেশ ১২ কোটি লোক বাস করে। তাহার উত্তর সীমা হিমালয়পর্ব্বত, পশ্চিমসীমা সিন্ধুনদী, পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্রনদ, দক্ষিণসীমা সমুদ্র। এই দেশের মধ্যে হিমালয়, বিন্ধ্য, ঘাট এই তিন প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী আছে। এবং ঐ সকল পর্ব্বত হইতে অনেক নদী নির্গত হইয়া সমুদ্রেতে পড়ে, অর্থাৎ হিমালয়হইতে গঙ্গা ও সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র, বিন্ধ্যাচল হইতে মহানদী নর্ম্মদা তাপ্তি, ঘাটহইতে কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবেরী বাহির হয়। সেই সকল নদীর তীর বিশেষত গঙ্গানদীর উভয় তীর অতিউর্ব্বর ও তাহাতে অসীম শস্য উৎপন্ন হয়। সিন্ধুনদীর পূর্ব্বধারে একটা বড় মরুভূমি আছে, সেইখানে গাছ কি ঘাস কিছুই হয় না, মানুষও প্রায় থাকে না। হিন্দুস্থানে যত পর্ব্বত আছে, তাহার উপরে নিবিড় বন ও সেই বনে অনেক পশু থাকে, যথা হাতি বাঘ মহিষ হরিণ ইত্যাদি। হিন্দুস্থানের মধ্যে তিন প্রকার লোক বাস করে। প্রথমে পর্ব্বতীয় লোক, তাহারা সংখ্যাতে অল্প এবং বনে বাস করিয়া পশু মারিয়া দিনপাত করে; তাহাদের বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহারা প্রতিমাপূজা করে না, কিন্তু বন্য ভূতদের সেবা করে, আর এই ভূতদের কাছে কুকুড়া ভেড়া শূকর গরু মহিষ বলি দেয়। তাহাদের মধ্যে কেহ লেখা পড়া জানে না ও তাহারা জাতির বিচার করে না, তাহারা হিন্দুস্থানের আদিনিবাসী।

[illegible] হিন্দো, যাঁহারা এই দেশের [illegible] হওয়াতে দেশের নাম হিন্দুস্থান, ঐ যাহারা [illegible] মুসলমান ; তাহারা [illegible] হইতে আসিয়া প্রায় ৮০০ বৎসর অবধি এই দেশে বসতি করিয়াছে, তাহাদিগকে যবন বলে ।

হিন্দুস্থান দুই ভাগে বিভক্ত হয়, উত্তর-হিন্দুস্থান ও দক্ষিণ-হিন্দুস্থান । দক্ষিণহিন্দুস্থানের নাম দেকান । আর এই দুই ভাগ আরবার অনেক ২ ছোট বড় রাজ্যেতে বিভক্ত আছে, সে সকল রাজ্য বর্ত্তমান কালে প্রায় ইংরাজদের অধীন, কেবল পঞ্জাব নেপাল ও আর ২ রাজ্য স্বাধীন অর্থাৎ তথাকার রাজারা ইংরাজলোকদিগকে কর দেয় না ।

ইংরাজলোক হিন্দুস্থানকে চারি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছে, অর্থাৎ

১ বেঙ্গাল প্রদেশ, তাহার মধ্যে কলিকাতা রাজধানী

২ আগ্রা প্রদেশ, তথায় আগ্রা প্রধান নগর ।

৩ মান্দ্রাজ প্রদেশ, সেখানে মান্দ্রাজ প্রধান নগর ।

৪ বোম্বে প্রদেশ, তাহার মধ্যে বোম্বে প্রধান নগর ।

ঐ চারি প্রদেশের উপরে চারি জন গবর্নর অর্থাৎ শাসনকর্তা নিযুক্ত, কিন্তু কলিকাতা নগরেতে যে গবর্নর [illegible] বাস করে, সে সকলের শ্রেষ্ঠ, আর অন্য তিন জন তাহার অধীন ।

শিষ্য। গুরু মহাশয়, আমি বারংবার শুনিয়াছি, কোম্পানী এই দেশের রাজা; কোম্পানী কি? আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন; কেহ বলে, কোম্পানী একটী বুড়া লোক, সে বিলাতে বাস করে, [illegible] করে, এ কি সত্য?

গুরু। কোম্পানী স্ত্রীলোক [illegible], বড় পুরুষ ও নয়, কোম্পানী একটা সভা। যেমন এক জন যে কর্ম্ম করিতে পারে না, অনেক জন মিলিয়া সেই কর্ম্ম করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত বলি, কলিকাতার দক্ষিণে যে সকল চাসালোক বাস করে, তাহাদের ভূমি অতি নাবাল, অনেক বারং হাজিয়া যায়, তাহা হইতে লোক সকল মাছ ধরিয়া দিনপাত করে, কিন্তু জাল না থাকিলে মাছ জাল ধরা যায় না, এবং এক জালের মূল্য ১০ কিম্বা ১২ টাকা। এত টাকা এক জন দিতে পারে না, এই জন্যে তাহাদের ৩, ৪ জন মিলিয়া এক জাল কিনিয়া মাছ ব্যবসায় করে, পরে যত লাভ হয়, তাহা তাহারা ভাগ করিয়া লয়; সেই রূপ কোম্পানী।

শিষ্য। সে কেমন, আমি কিছু বুঝি না?

গুরু। শুন, ইংলণ্ড দেশে অনেক মহাজন আছে, তাহারা নৌকাযোগে নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য করিয়া অনেক ধন সঞ্চয় করে। পূর্ব্বকালে তাহারা এত ধনী ছিল না; তিন শত বৎসর হইল তাহাদের মধ্যে কএক,

[illegible]হিন্দুস্থানেতে জাহাজ পাঠাইতে মনস্থ করিল, কে[ন]
[না] তাহারা শুনিয়াছিল, এই দেশে অনেক ধন পাও[য়া]
যায়। কিন্তু এত দূর দেশে জাহাজ পাঠাইতে গেলে
অধিক ব্যয় হয়, এত ব্যয় করা এক জনের শক্তি ছি[ল]
[না], এই নিমিত্তে দশ বারো জন মিলিয়া টাকা একত্র
করিয়া জাহাজ কিনিয়া বাণিজ্য দ্রব্যেতে বোঝাই করি[য়া]
দিল, পরে তাহা পাঠাইয়া বলিল, এই জলযাত্রা[য়]
[য]ত লাভ হইবে, তাহা আমরা ভাগ করিয়া লইব। [এ]
[ই] লোকদের আশা পূর্ণ হইল, কেননা তাহাদের এ[ই]
বাণিজ্যেতে অধিক লাভ হইল, তাহাতে তাহারা অধি[ক]
জাহাজ প্রস্তুত করিয়া বারং হিন্দুস্থানে পাঠাইতে
লাগিল, এবং ক্রমে২ অধিক লোক টাকা দিয়া বা[ণি]
জ্যের অংশিদার হইল। এই সকল অংশিদের সভা[কে]
কোম্পানী বলে। পূর্ব্বকালে তাহারা কেবল বাণি[জ্য]
করিত, সম্প্রতি তাহারা দেশ অধিকার করিয়া প্রজাদে[র]
কাছে কর পায়, আর প্রায় বাণিজ্য করে না। অ[া]
এখন শত২ অংশিদার হইয়াছে।

শিষ্য। শত২ অংশিদার হইলে দেশের শাসন কি
প্রকারে হয়, তাহারা কি সকলে রাজা হইয়াছে?

গুরু। না, সকলে রাজা নয়। তাহারা সকলে একত্র
হইয়া আপনাদের মধ্যহইতে ২৪ জন নিযুক্ত করিয়[া]
থাকে। এই ২৪ জন সভা করিয়া দেশের শাসন করে[ন]
তাহাদের নাম কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টর্স, এবং তাহাদের
মধ্যে এক জন সভাপতি আছে। এই দেশে যত সাহে[ব]

য়াদিগ্য এক জি ম্যাজিষ্ট্রেট কি কলেক্টর কিম্বা সেকা… তির কর্ম্ম করে, তাহারা সকলে ঐ ২৪ জন দ্বারা নিযুক্ত।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, ইংলণ্ডে এক রাণী আছেন, তাঁর আপনি বলেন, এই সভার লোকেরা হিন্দুস্থানের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে, তবে বুঝি ইহারা রাণীর অধীন নয়।

গুরু। অধীন বৈ কি, রাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও কোম্পানী তাহার অধীন, আর কোম্পানীর তত্ত্বাবধারণ ও তাহার অন্যায় নিবারণ করিতে রাণী কর্ত্তৃক নিযুক্ত আর এক সভা আছে, এই সভাতে রাণীর মন্ত্রিরা বসে ও তাহার নাম বোর্ড অফ কণ্ট্রোল, এই সভার অনুমতি ছাড়া হিন্দুস্থানের গবরনর নিযুক্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। রাণীর ইচ্ছা হইলে তিনি এই সকল দেশ কোম্পানীর হাতহইতে লইতে পারেন কি না।

গুরু। রাণী পারেন না, কিন্তু ইংলণ্ডদেশে যে মহা-সভা আছে, সে পারে।

শিষ্য। সে আরবার কি? আর এক সভা? সে কেমন?

গুরু। আজি থাকুক, এই মহাসভার কথা অন্য কোন সময়ে বলিব।

৩১ পাঠ।

শিষ্য। হে গুরু মহাশয়, আমি বার ২ পর্ব্বতের কথা শুনিয়াছি, পর্ব্বত কাহাকে বলে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি পর্ব্বত কখন দেখি নাই।

গুরু। হিন্দুস্থানে পর্ব্বত আছে বটে, কিন্তু এ দেশের উত্তরে ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমাতে অনেক পর্ব্বত আছে: পর্ব্বত মাটির কিম্বা পাথরের বড় ঢীপি। সামান্য মাটির ঢীপি প্রায় ৫ হাত কি ৮ হাত অপেক্ষা উচ্চ নয়, কিন্তু পর্ব্বত যে সে ৬০০ হাত ও ৪০০ হাত ও ১০০০ হাত অথবা ২ বা ১৮০০০ ও ১২২০০ হাত উচ্চ হয়। দেখ এক মাটির ঢীপির উপরে বালকেরা খেলা করিয়া চড়িয়া যায়, কিন্তু পর্ব্বতের উপরে চড়িতে গেলে শ্রম না করিলে হয় না, ৫০০০ হাত উচ্চ যে পর্ব্বত তাহাতে চড়িতে প্রায় এক দিন লাগে।

শিষ্য। পর্ব্বতের আকার কেমন।

গুরু। পর্ব্বতের দুই প্রকার আকার আছে। কোন পর্ব্বত পুকুরের পাড়ের ন্যায় লম্বা, তাহাকে পর্ব্বতশ্রেণী বলে, এমন পর্ব্বতশ্রেণী কোন ২ স্থানে ৫০০ কি ৮০০ ক্রোশ লম্বা। অন্য কোন পর্ব্বত কুই ঢীপির মত একাকারে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে পর্ব্বতশৃঙ্গ বলে।

শিষ্য। পর্ব্বতের উপরে কি মানুষ আছে?

গুরু। অবশ্য, মানুষ থাকিবে না কেন, কোন ২ পর্ব্বতের উপরে ক্ষেত্র ও বাগান আছে, ঘর আছে, নগর আছে; কিন্তু অনেক পর্ব্বতে বনমাত্র থাকে। দেখ বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমে বীরভূমি নামক যে জেলা তাহার মধ্যে অনেক পর্ব্বত আছে, কিন্তু সেই সকল পর্ব্বতের উপরে কেবল বন দৃষ্ট হয়, আর সেই বনে প্রায় মানুষ থাকে না, কেবল বাঘ ও ভালুক ও হরিণ বাস করে।

যে পর্ব্বত অতি উচ্চ সেই পর্ব্বতে বন ও হয় না, সেই স্থানে কেবল শুষ্ক পাথর ও বরফ দৃষ্ট হয়। কেননা উচ্চপর্ব্বতের উপরে শীত এমত প্রবল যে সেখানে সর্ব্বদা বরফ থাকে, কখন গলে না, আর সেই বরফে আচ্ছাদিত কোন মনুষ্য কি পশু বাস করিতে পারে না, কোন গাছও জন্মে না?

শিষ্য। বাড়বানল পর্ব্বত কাহাকে বলে।

গুরু। যে পর্ব্বতহইতে আগুন উঠে তাহাকেই বাড়বানল পর্ব্বত বলে।

শিষ্য। সে কেমন?

গুরু। এ বাড়বানল পর্ব্বতের কথা বড় আশ্চর্য্য। শুন, এমত পর্ব্বতের চূড়াতে বড় এক গভীর গর্ত্ত থাকে, সে গর্ত্ত কত গভীর তাহা বলা যায় না। কামানের মুখহইতে যেমন আগুন ও ধূম ও গোলা বাহির হয়, তেমন সেই গর্ত্তহইতে ধূম ও আগুনের সহিত বড় ২ পাথর ও গলিত লোহা বাহির হয়; এই গলিত লোহা ও পাথর পর্ব্বতের পাশে দিয়া নীচে বহিয়া যায়, আগুন ও ধূম ও ভস্ম আকাশে উঠে, আর ভস্ম বাতাস ভরে যেদিগে উড়িয়া গিয়া পড়ে, সেইখানকার ভূমি অনেক ক্রোশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হয়। কিন্তু পর্ব্বতহইতে অগ্নি নিত্য নির্গত হয় না, কখন ২-১০ কিম্বা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সেই পর্ব্বত এক প্রকার নিদ্রিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আগুন নির্গত হয় না, আর যখন জাগে, তখন দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অগ্নি বাহির হয়, পরে আর বার স্থগিত হয়।

যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে কোন প্রকারে দূর করিব না।

হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।

আমি অনেকের পরিত্রাণের মূল্যরূপ আপন প্রাণ দিতে আসিয়াছি।

আমি জগতস্থ লোকদের পরিত্রাণ সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আপন প্রাণ উৎসর্গ করিব।

৩৩ ধর্ম্মপুস্তক।

ধর্ম্মপুস্তকের দুই প্রধান ভাগ আছে, ১ আদিভাগ, তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, ২ অন্ত্যভাগ; তাহা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পরে রচিত। ঐ দুই ভাগকে পুরাতন নিয়মের পুস্তক ও নূতন নিয়মের পুস্তক বলে, কেননা খ্রীষ্টের জন্মের পুর্ব্বে ঈশ্বর মনুষ্যদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, ও তাহাদিগকে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, সেই সকল আদিভাগে লেখা আছে; আর খ্রীষ্টদ্বারা যে নিয়ম ও ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অন্ত্যভাগে লেখা আছে।

প্রথমে আদিভাগের কথা কিছু বলি। আদিভাগ ৩৯ গ্রন্থে বিভক্ত হয়; এই সকল গ্রন্থ এক মনুষ্যদ্বারা ও এক সময়ে লেখা যায় নাই; প্রায় ২৮ জন লেখক আছে, ও

[illegible] সকলেই [illegible], তাহাদের মধ্যে কেহ রাজা কেহ সেনাপতি, কেহ চাসা, কেহ রাখাল, কেহ ব পুরোহিত ও উপদেশক ছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১৫০০, কেহ ১০০০, কেহ ৮০০, কেহ ৫ ৫০০ বৎসর অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা পাইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের গ্রন্থ সকলের পরস্পর সম্পূর্ণ মেল আছে। সেই গ্রন্থ তিন প্রকার অর্থাৎ ইতিহাস ও উপদেশ এবং ভবিষ্যদ্বাক্য; এই গ্রন্থ সকলের নাম এখন লিখি।

প্রথমতঃ ইতিহাস গ্রন্থ। ১। আদিপুস্তক; ২। যাত্রাপুস্তক ৩। লেবীয়পুস্তক; ৪। গণনাপুস্তক; ৫। দ্বিতীয় বিবরণ; এই পাঁচ গ্রন্থ মূসা লিখিয়াছে, আর তাহাতে জগতের সৃষ্টি, ও জলপ্লাবন ও ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত, ও ইস্রায়েল লোকদের মিসরদেশেগমন ও সেই দেশহইতে নির্গমন ও নানাবিধ ব্যবস্থা লেখা আছে।

৬। যিহোশূয়ের গ্রন্থ। মূসার সেবক যিহোশূয় ইস্রায়েললোকদিগকে কি প্রকারে কিনানদেশে লইয়া গিয়া সেই দেশ অধিকার করাইয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থে লেখা আছে।

৭। বিচারকর্ত্তৃবিবরণ। যিহোশূয় মরিলে পর ৪৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েললোকেরা কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল ও কে২ তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল, তাহা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৮। রূৎ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বোয়স নামক দায়ূদ রাজার

প্রপিতামহ ও অহস্ নামী তাহার প্রপিতামহীর বৃত্তান্ত লেখা আছে।

৯ আর ১০। শিমূয়েলের দুই গ্রন্থ। শিমূয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা এই দুই গ্রন্থেতে শৌল রাজা ও দায়ূদ রাজার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছে।

১১ আর ১২। রাজাবলির দুই গ্রন্থ। তাহাতে দায়ূদের পুত্র সুলেমান ও তাহার বংশজাত যিরূশালমনিবাসী রাজা সকল ও তাহাদের রাজ্য, এবং শোমিরোণনিবাসী দশ গোষ্ঠীর রাজা সকল ও তাহাদের রাজ্য, এবং ঐ দুই রাজ্যের লোপ বিষয়ক বিবরণ পাওয়া যায়।

১৩ আর ১৪। বংশাবলির দুই গ্রন্থ। তাহাতে আদম অবধি দায়ূদ রাজা পর্য্যন্ত, দায়ূদ রাজার এবং অন্যান্য প্রধান ইস্রায়েললোকদের বংশাবলি, এবং দায়ূদ রাজা অবধি যিহূদা ও ইস্রায়েল রাজ্যের লোপ পর্য্যন্তের সংক্ষেপ বিবরণ পাওয়া যায়।

১৫ আর ১৬। ইস্রা এবং নিহিমিয়। যিহূদী লোকেরা কি প্রকারে বাবিলদেশ হইতে ফিরিয়া কিনানদেশে আসিয়া যিরূশালমনগর ও তথাকার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

১৭। ইষ্টের। ইষ্টের নাম্নী যিহূদী বংশীয় এক কন্যা কি প্রকারে বাবিল রাজার পত্নী হইল, ও তাহার পত্নী হইয়া কি প্রকারে যিহূদীলোকদিগকে আপন

[illegible] কহিল, তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ উপদেশ গ্রন্থ। ১৮। আয়ূব। আয়ূব নামক অতি ধনবান এক জন কি প্রকার অতি দরিদ্র ও দুঃখী হইল, এবং সে আপন তিন জন বন্ধুর সহিত কি প্রকার কথোপকথন করিল, তাহা এই গ্রন্থে লেখা আছে; বোধ হয় মূসা এ পুস্তক লিখিয়াছে।

১৯। গীত। এই গ্রন্থে ঈশ্বর ভজনা ও তাঁহার ধন্যবাদ বিষয়ক ১৫০ গীত আছে; এই গীত সকলের অধিকাংশ দায়ূদ রাজার রচিত।

২০। হিতোপদেশ। এই গ্রন্থে সুলেমান রাজার লিখিত নানা প্রকার নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষা পাওয়া যায়।

২১। উপদেশক। এই পুস্তকে সুলেমান রাজা এই সংসারের অলীকতা ও অসারতা বিষয়ক নানা উপদেশ লিখিয়াছে।

২২। পরমগীত। যুবক যুবতির পরস্পর যে প্রণয় তাহা দৃষ্টান্তস্থল করিয়া পরমেশ্বর আপন ভক্ত লোকদের সহিত কি সম্বন্ধ রাখেন, তাহা সুলেমান রাজা এই গীতেতে কবিতা দ্বারা রচনা করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ ভবিষ্যৎবাক্য। ২৩। যিশায়িয়। সে আমূদ রাজ বংশজাত এক জন ভবিষ্যৎবক্তা ছিল; সে এই গ্রন্থেতে যিহুদী লোক আর অন্যদেশীয় লোকদের পাপ প্রকাশ করিয়া সকলকে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি মন ফিরাইতে বিনয় করিয়াছে; এবং ঈশ্বরভক্ত লোকদের [illegible]

করিবার জন্যে খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধি বিষয়ক নানা ভবিষ্যৎবাক্য বলিয়াছে।

২৪। যিরিমিয়। এও এক জন ভবিষ্যৎবক্তা, আর তে এই পুস্তকেতে যিহূদীদেশ ও যিরূশালমনগর ওতথাকার মন্দিরের উচ্ছিন্ন হওন, এবং যিহূদীলোকদের বাবিলদেশে নীত হওন ও সত্তরি বৎসর পরে তথাহইতে ফিরিয়া আইসন, এবং খ্রীষ্ট ও তাঁহার রাজ্যের ভবিষ্যৎ আগমন বিষয়ক অনেক কথা লিখিয়াছে।

২৫। বিলাপ। এই পুস্তকে যিরিমিয় যিরূশালমের নাশপ্রযুক্ত বিলাপ করিয়াছে।

২৬। যিহিস্কেল। সে যিরূশালমনগরের নাশ ও পুনর্নির্মাণ এবং শত্রুদের উচ্ছিন্ন হওন ও খ্রীষ্টের রাজ্য বিষয়ক ভবিষ্যৎবাক্য লিখিয়াছে।

২৭। দানিয়েল নামক এক রাজবংশজাত যিহূদীলোক কি প্রকারে বাবিলদেশে নীত আর সেইখানে রাজার কাছে বড় সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইল, তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে লেখা আছে।

উক্ত চারি জন ভবিষ্যৎবক্তাকে বড় ভবিষ্যৎবক্তা বলা যায়, কেননা তাহাদের গ্রন্থ বিস্তারিত, পশ্চাৎ লিখিত ১২ জনকে ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎবক্তা বলে, যেহেতু তাহাদের গ্রন্থ ক্ষুদ্র।

২৮ হোশেয়; ২৯ যোয়েল; ৩০ আমোস; ৩১ ওবদিয়; ৩২ যূনস; ৩৩ মীখা; ৩৪ নহূম; ৩৫ হবক্কূক; ৩৬ সিফনিয়; ৩৭ হগয়; ৩৮ সিখরিয়; ৩৯ মলাখি। এই

বাক্যে জনের গ্রন্থেতে পাপিদের শাস্তি ও ধার্ম্মিকদের মঙ্গলবিষয়ক নানা উপদেশ, এবং খ্রীষ্টের রাজ্যবিষয়ক নানা ভবিষ্যৎবাক্য লিখিত আছে।

৩য় ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ।

এই অন্তভাগ যীশু খ্রীষ্টের সাত জন শিষ্য কর্তৃক রচিত হইয়াছে, আর তাহা ২৭ গ্রন্থে বিভক্ত। অর্থাৎ ৫ ইতিহাসের পুস্তক, ও ২১ খান পত্র, ও একখান ভবিষ্যৎ ঘটনাবিষয়ক গ্রন্থ, সেই গ্রন্থ সকলের নাম ক্রমে বলি।

প্রথমতঃ ইতিহাস গ্রন্থ। ১। মথি; সে যীশুখ্রীষ্টের এক জন প্রেরিত; এই পুস্তকে সে খ্রীষ্টের চরিত্র বর্ণন করিয়াছে।

২। মার্ক খ্রীষ্টের শিষ্য ও পিতরের সঙ্গী ছিল, এই গ্রন্থেতে সেও আপন গুরুর জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছে।

৩। লূক খ্রীষ্টের শিষ্য ও পৌলের সঙ্গী ছিল, সে ও এই পুস্তকে খ্রীষ্টের বৃত্তান্ত গোড়া অবধি শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়াছে।

৪। যোহন খ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য ও তাঁহার প্রেরিত, সে ইফিষ নগরে থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থাতে আপন প্রভুর কর্ম্ম ও উপদেশের বিবরণ এই গ্রন্থেতে লিখিয়াছে। উপর লিখিত চারি গ্রন্থের নাম মঙ্গলসমাচার।

৫। প্রেরিতদের ক্রিয়া; পৌলের সঙ্গী যে লূক সে এই গ্রন্থেতে খ্রীষ্টের বাক্য জন প্রেরিত, বিশেষতঃ ধর্ম্মের

প্রেরিতের পৌলের ভ্রমণ ও যাত্রাও দুঃখভোগের বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ পত্র। ৬। রোমীয়দের প্রতি পত্র; ৭ করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্র; ৮ করিন্থীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র; ৯ গলাতীয়দের প্রতি পত্র; ১০ ইফিষীয়দের প্রতি পত্র; ১১ ফিলিপীয়দের প্রতি পত্র; ১২ কলসীয়দের প্রতি পত্র; ১৩ থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রথম পত্র; ১৪ থিষলনীকীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র; ১৫ তীমথির প্রতি প্রথম পত্র; ১৬ তীমথির প্রতি দ্বিতীয় পত্র; ১৭ তীত; ১৮ ফিলীমোন; ১৯ ইব্রীয়দের প্রতি পত্র।

এই ১৩ পত্র পৌল প্রেরিত দ্বারা লিখিত হইয়াছে, এবং তাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক নানা উপদেশ পাওয়া যায়।

ইহার পরে ২০ যাকুবের পত্র; ২১ পিতরের প্রথম পত্র; ২২ পিতরের দ্বিতীয় পত্র; ২৩ যোহনের প্রথম; ২৪ যোহনের দ্বিতীয়; ২৫ যোহনের তৃতীয় পত্র; ২৬ যিহূদার পত্র, এই সাত পত্র লেখা আছে। যাকুব, পিতর, যোহন, যিহূদা ইহারা সকলে যীশুখ্রীষ্টের পেরিত ছিল, ও তাহারা ঐ সকল পত্রেতে নানা প্রকার ধর্ম্মউপদেশ লিখিয়াছে।

তৃতীয়তঃ ভবিষ্যদ্বাক্য। ২৭। যোহনের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য। ইহার পরে খ্রীষ্টিয়ান লোকদের কি দুঃখ হইবে, ও শেষে খ্রীষ্ট কি প্রকারে আপন শত্রু সকলকে জয় করিবেন, তাহার বর্ণনা যোহন এই পুস্তকে করিয়াছে।

হে প্রিয় বালকেরা, তোমরা যখন ধর্মপুস্তক পড়িতে সক্ষম হইবা, তখন বার ২ তাহা পড়িবা। যে বিশ্রাম-বারে অন্য কোন কর্ম্ম করিতে নাই, কেবল সেই বিশ্রাম-বারে ধর্মপুস্তক পড়িলে হয় না, অন্য ২ দিনেতে ও তাহা পড়িতে হয়। এবং তাহা কেবল পড়িলে হয় না, বুঝিতে ও মনে রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়। এবং তাহা কেবল পড়িলে ও তাহার অর্থ বুঝিলেও হয় না, তদনুসারে ক- করিতে হয়।

---

৩৫ আসামদেশ।

বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব কোণে আসাম নামে এক দেশ আছে, সে দেশ পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় রাজার অধীন ছিল, সম্প্রতি ইংরাজদের অধিকার হইয়াছে। আসাম দেশ ২০০ ক্রোশ লম্বা, ৩০ ক্রোশ চৌড়া এক পাহাড়তলী আছে, তাহার উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ ধারে অতি উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী আছে, কেবল পশ্চিমদিগ অর্থাৎ বঙ্গদেশদিগ সমান ভূমি, এ প্রযুক্ত তথাকার লোকদের বঙ্গদেশীয় লোকদের সহিত অধিক সম্বন্ধ আছে। আসামদেশের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রনদ বহিয়া যায়, এই নদে দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। আর দুই ধারে যে সকল পর্ব্বত আছে তাহা হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলে, তাহাতে আসাম দেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা হয়। তথাপি সেই দেশে অল্প লোক বাস করে, দেশের ধারে

অনেক ভূমি বন, সেই বনে হাতি, মহিষ গণ্ডার, বাঘ ইত্যাদি হিংসুক জন্তু থাকে। যে সময় অবধি ইংরাজ লোক সেই দেশের প্রতি মনোযোগ করিয়াছে, সে সময় অবধি তাহার ক্রমে২ উন্নতি হইতেছে। আসাম দেশ সাত জেলাতে বিভক্ত হয়। ১ গোয়ালপাড়া, ২ কামরূপ, ৩ দুরং, ৪ নোগাং, ৫ সিবপুর, ৬ লক্ষীপুর, ৭ সদীয়া। আসামদেশীয় লোক হিন্দুধর্ম্ম মানে, এবং বঙ্গভাষার সহিত তাহাদের ভাষার অনেক সম্বন্ধ আছে। সেই দেশে নারিকেল ও তালগাছ জন্মে না, কিন্তু অনেক ধান, তামাকু, সুপারি, ইক্ষু হয়, এবং সেখানে এত গুটি পোকা জন্মে, যে দেশের বারো আনা লোক রেসমের কাপড় পরিয়া থাকে, এই কাপড় তাঁতীতে বুনে না, গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা বুনে, রাণী কি অতি ইতর স্ত্রীলোক সকলে বুনিতে পারে। অল্প বৎসর হইল, ইংরাজ লোক সেই দেশে চা গাছের চাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে; চা গাছ দুই কিম্বা তিন হাত উচ্চ হয়, আর তাহার পাতা অতি ছোট, এই পাতা গ্রীষ্ম কালে ভাঙ্গিয়া রৌদ্রেতে শুকাইতে হয়, পরে মন্দ২ আগুনের উপরে তাহা তপ্ত করিয়া হাতেতে জড়াইতে হয়, পরে এই শুষ্ক জড়িত পাতা সিন্দুকে ভরিয়া উত্তম রূপে বদ্ধ করিয়া বিক্রয় করিবার জন্যে দেশান্তরে পাঠান যায়। চা অতি প্রধান বাণিজ্যের দ্রব্য, কেননা ইউরোপীয় এবং অন্যান্য দেশের লোক সকলেই প্রতি দিন চা খাইয়া থাকে। চা খাইবার এই নিয়ম, শুষ্ক পাতা লইয়া কিঞ্চিৎ তপ্তজলে ভিজাইয়া রাখিতে

হয়; পরে সেই জল চিনি আর গুড় দিয়া খাইতে হয়। আসামদেশের ধনশীরা নদীতে কিছু সোণা পাওয়া যায় আর নদীয়া জেলার এক পর্ব্বতে লবণের আকর আছে। সেই লবণ এই দেশের লবণ অপেক্ষা সাদা ও নির্ম্মল। আসামদেশের চারি দিগে যে পর্ব্বত আছে, তাহাতে অনেক অসভ্য লোক বাস করে, তাহাদের মধ্যে নাগা, কাচরী, চত্রীয়া, মেকির, মিরি, গারো, আহম, এই ২ জাতি প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বতীয় লোক সকল কোন গ্রামে কি নগরে বাস করে না, তাহাদের এক ২ পরিবার পৃথক ২ হইয়া নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে ঘর বান্ধে, আর তাহাদের ঘর নলনির্ম্মিত ও টঙের মত খুঁটির উপর স্থাপিত; তাহারা তুলা ও মরিচ চাস করিয়া ও বন্য পশু মারিয়া দিনপাত করে, এবং তাহাদের খাদ্য অখাদ্যের বিচার নাই, কেননা তাহারা কুকুর বিড়াল ইন্দুর পর্য্যন্ত খায়; তাহাদের ধর্ম্ম ও ভাষা স্বতন্ত্র।

৩৬ বারুদ।

পূর্ব্বকালে বারুদ প্রস্তুত করণের বিদ্যা প্রকাশ ছিল না। সেই সময়ে মনুষ্যেরা খড়্গ ও বর্শা ও ধনুর্ব্বাণ দ্বারা যুদ্ধ করিত, কিন্তু যে সময় অবধি বারুদের সৃষ্টি হইয়াছে সে সময় অবধি প্রায় কেবল কামান ও বন্দুক দ্বারা যুদ্ধ হয়। আর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি অতি বলবান, সেই ব্যক্তি প্রায় জয়ী হইত, এখন শরীরের বলেতে আর

ভয়ী হয় না, কেননা অতি দুর্ব্বল ব্যক্তি বন্দুক দ্বারা অতি বলবান বীরকে অনায়াসে মারিতে পারে; আর পূর্ব্বেতে প্রাচীর বেষ্টিত নগরে থাকিয়া লোকেরা শত্রুকে বড় ভয় করিত না, এক্ষণে এমন নগরের মধ্যেও রক্ষা নাই, কেননা কামানের গোলাতে অতি শক্ত প্রাচীর ভগ্ন হয় ও গোলা প্রাচীরের উপর দিয়া নগরের মধ্যে ফেলা যায়। প্রায় ৫০০ বৎসর হইল, বারুদের সৃষ্টি হয় তাহার বিবরণ এই। সোরা ও গন্ধক ও কয়লা মিশাইলে বারুদ হয়, অর্থাৎ ১০০ সের বারুদ করিতে গেলে ৭৫ সের সোরা, ১৫ সের কয়লা, ১০ সের গন্ধক চাহি। প্রথমে এই তিন দ্রব্যকে পৃথক ২ অতি সূক্ষ্ম করিয়া পিষিতে হয়, পরে তাহা একত্র করিয়া কিছু জল দিয়া এক কলেতে চালিয়া দেয়। সেই কলের নাম বারুদযাঁতা। এই যাঁতা প্রায় কলুর ঘানির তুল্য, আর তাহা কাষ্ঠ কোন কল কিম্বা ঘোড়া দ্বারা চালিত হয়। এই যাঁতাতে একেবারে ২০ কি ২৫ সেরের অধিক দেয় না, পাছে আগুন লাগিলে অধিক বিপদ হয়। পরে ৭ কি ৮ দণ্ড পর্য্যন্ত যাঁতা তাহার উপর দিয়া চালাইলে ক্রমে ২ এক প্রকার কালো কাদা জন্মে। তাহার পর এই কাদা তুলিয়া অন্য এক ঘরে লইয়া যাইতে হয়; সেইখানে এক পাত্র আছে, সেই পাত্রেতে অনেক ছোট২ ছেঁদা আছে। ঐ কাদা এই পাত্রেতে রাখিয়া তাহার উপরে একটা কাট শক্ত রূপে চাপিয়া ধরিলে, কাদা ছোট২ বীজের মত হইয়া ঐ ছেঁদা দিয়া নীচে পড়ে। ইহার

পরে তাহা আর বার ভূনিয়া এক পিপাতে রাখে, এই পিপার অর্দ্ধেক ভরিলে তাহা কত এক চাকার বান্ধিয়া অতি শীঘ্র ঘুরাইতে হয়, তাহাতে ঐ বীজ সকল পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া ক্রমে ২ গোলাকার হয়। ইহা হইলে বারুদ পিপাহইতে বাহির করিয়া শুকাইবার জন্যে অন্য এক ছোট ঘরে লইয়া যায়। এই ঘরের তিন দিগে সেল্ফের ন্যায় অনেক তক্তা আছে, এই তক্তার উপরে বারুদ মেলিয়া দিতে হয়; আর ঘরের অন্যদিগে লোহার এক উনুন আছে; এই উনুনেতে ঘরের বাহিরে থাকিয়া আগুন দেয়, কেননা এই উনুনের মুখ ও ধুয়াধর ঘরের বাহিরে আছে। এই প্রকার আগুনে শুষ্ক হইলে বারুদ প্রস্তুত হয়, পরে তাহা সিন্দুকে কি ছোট পিপাতে ভরিয়া রাখে। বারুদ অতি ভয়ানক বস্তু, কেননা এক অগ্নিকণা লাগিলে সকল জ্বলিয়া উঠে; আর তাহার তেজ যে কোন ঘরে ১০ সের থাকিলে যদি দৈবাৎ তাহাতে আগুন লাগে, তবে সেই ঘর ছারখার হয় তাহা কেবল নয়, ঘরে যত মানুষ থাকে, সকলেই নষ্ট হয়। এই নিমিত্তে ঘরে অনেক বারুদ রাখা ভাল নয়। আর বালকদের হাতেও দেওয়া অতি অনুচিত হয়।

৩৯। ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তা।

যাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করে, তিনি অবশ্য তাহাদের রক্ষা করেন, ইহার এক দৃষ্টান্ত লিখি শুন।

বৎসর হইল জের্মান দেশে যাকুব হৌসর নামক অতি ধার্ম্মিক এক ব্যক্তি ছিল; সে কোন সময়ে বাণিজ্য করিবার জন্যে দুই বন্ধুর সহিত অন্য দেশে যাত্রা করিল। এক দিন তাহাদিগকে ঘোর বন দিয়া যাইতে হইল, পরে সন্ধ্যাকাল হইলে তাহারা এই বনের মধ্যে নির্জন স্থানে একটী ঘর দেখিতে পাইল; তাহাতে তাহাদের এক জন বলিল, হে ভাইরা, এই ঘরে রাত্রিবাস করিলে ভাল হয় না। হৌসর বলিল, আমি শুনিয়াছি, এই বনে অনেক দস্যু আছে, কি জানি এই ঘর দস্যুদের বাসস্থান, কিম্বা এই ঘরের লোকদের সহিত দস্যুদের যোগ আছে, এ ঘরে থাকা ভাল নয়; পরে তাহার বন্ধু বলিল, থাকিলে ভয় হয় বটে, কিন্তু গেলেও ভয়, কেননা এই বন অতি বিস্তারিত আর বেলা প্রায় গেল। হৌসর বলিল, তুমি যে কথা বল সে সত্য, আর উপায় নাই; আইস, ঈশ্বরের ভরসা করিয়া এই ঘরে যাই। পরে তাহারা তিন জন এই ঘরে গেল। কিন্তু এ ঘর বড় অপরিষ্কার, তাহাতে মেজ ও আসন সকল ভাঙ্গা, ভোজন ও পানপাত্র অতি অগ্রাহ্য, এবং সকল বস্তু লণ্ডভণ্ড ও যে লোকেরা সেই ঘরেতে ছিল, তাহাদের ভয়ানক মুখ ও কর্কশবাক্য। ইহা দেখিয়া ঐ তিন জনের মনে আরও সন্দেহ জন্মিল, কেননা গৃহ দেখিয়া গৃহির স্বভাব জানা যায়। কিছু খাইলে পর তাহারা ঘরের কর্ত্তাকে বলিল, রাত্রি থাকিবার নিমিত্তে আমাদিগকে একটা কুঠরী দেও। কর্ত্তা তাহাদিগকে উপর

তাহাতে লইয়া গিয়া সেখানে ছোট একটা কুঠ?
দেখাইয়া দিল। সেই কুঠরীও বড় অপরিষ্কার ও তাহা
পশুদের থাকিবার উপযুক্ত স্থান, মনুষ্যদের নয়। কুঠ
রীর এক কোণেতে শুইবার জন্যে কিছু খড় ছিল, এই
মাত্র, খাট কি বিছানা কি প্রদীপ কিছুই ছিল না। ঘরের
কর্ত্তা বাহিরে গেলে হৌমর আপন দুই জন সঙ্গিকে
বলিল, বুঝি আমরা বিপদে ঠেকিলাম, এই ঘরে ভ?
আছে, এই ঘরের লোক ভাল নয়, তাহারা অব?
দস্যু। পরে তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া হুড়কা দিল। তা?
হৌমরের দুই জন বন্ধু অতিশয় ক্লান্ত প্রযুক্ত খড়ে শুইয়
নিদ্রা গেল। হৌমর শুইবার আগে হাঁটু গাড়িয়া সর্ব?
ক্তিমান ঈশ্বরের ভজনা করিয়া বলিল, হে পরমেশ্বর
এই ভয়ানক স্থানেতে আমাদের রক্ষা কর, তুমি কৃ?
করিলে কেহ হিংসা করিতে পারিবে না। পরে ?
আপন দুই বন্ধুর কাছে শুইতে গেল, কিন্তু তাহার নি?
হয় নাই। দুই প্রহরের সময়ে হৌমর অনেক লোকে?
শব্দ শুনিতে পাইল, তাহারা নীচের ঘরে আসিয়া ম?
খাইতে বসিয়া অতিশয় গোলমাল করিতে লাগিল।
ইহাতে হৌমর বুঝিল, ইহারা পথিক লোক নয়, ইহা?
দস্যু, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহাতে সে উঠি?
আর বার হাঁটু পাতিয়া বলিল, হে পরমেশ্বর, এই
খানে দস্যুর হাতে যদি মারা পড়িতে হয়, তাহাও তো?
মার ইচ্ছা, আমি মহাপাপী আর বিনষ্ট হইবার যোগ্য
বটে, তুমি আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে নরকে ফে

দিও না। এই কথা কহিয়া সে একেবারে নির্ভয়, এবং সিংহের ন্যায় সাহসী হইল। পরে সে ভাবিল, এই স্থানে আরো দুই জন আছে, তাহাদের ও রক্ষা করা উচিত। তাহাতে সে তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, উঠ হে ভাইরা, এখন নিদ্রার সময় নয়। এখন জাগিতে হয়, কেননা দস্যুরা আসিয়াছে।

---
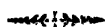
৩৮ সেই কথা।

কিছু ক্ষণ পরে তাহারা শুনিতে পাইল, দস্যু সকল সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতেছে, আর ঘরের কর্ত্তা বাহিরে থাকিয়া দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারে না, কেননা তাহা হুড়কা দিয়া বন্ধ ছিল। পরে সে অতি ভয়ানক রূপে গালি ও শাপ দিয়া চেঁচাইয়া বলিল, ও রে বেটারা, দ্বার খুলিয়া দে! যোসেফ স্থির হইয়া উত্তর দিল, রাত্রি প্রভাত হয় নাই, প্রভাত না হইলে আমরা খুলিব না। ইহা শুনিয়া কর্ত্তা ও তাহার সঙ্গিরা বলেতে দ্বার খুলিতে নানা চেষ্টা করিল, কিন্তু ঐ তিন জন ঈশ্বরের কাছে বল পাইয়া ভিতরে থাকিয়া দ্বার এমন শক্ত রূপে ঠাসিয়া ধরিল, যে দস্যুরা কিছু করিতে পারিল না। তাহাতে ঘরের কর্ত্তা উন্মত্তের ন্যায় রাগান্বিত হইয়া চেঁচাইয়া বলিল, কুড়ালি লইয়া আইস, দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলি, ঐ তিন জনকে শিক্ষাই। এক জন কুড়ালি আনিতে গেল; তাহাতে যোসেফ ও তাহার দুই

জন সঙ্গী ভাবিল, এখন আর উপায় নাই, আমাদের মৃত্যু উপস্থিত। হৌসর আর বার ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিল, হে প্রভো রক্ষা কর, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা মত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। পরে যে ব্যক্তি কুড়ালি আনিতে গিয়াছিল, সে কুড়ালি লইয়া উপরে আসিতেছিল, ও ঘরের কর্ত্তা তাহাকে বলিতেছিল তাল২ শীঘ্র লইয়া আইস, এমন সময়ে বাহিরে বনের মধ্যে ঘোড়ার শব্দ ও তুরীর ধ্বনি শুনা গেল। ইহা শুনিবা মাত্র সকল দস্যু ভয় পাইয়া শীঘ্র নামিয়া অন্য দ্বার দিয়া ঘর হইতে পলাইল। পরে ঘোড়াতে চড়িয়া অস্ত্রধারী কএক জন রাজার চাকর আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা কোন বিশেষ কার্য্য প্রযুক্ত রাত্রিতে যাত্রা করিয়া ঐ বনের মধ্যে পথ হারাইয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হইলে ঐ তিন জন ঈশ্বরের স্তব করিয়া এই ভয়ানক ঘর ছাড়িয়া অতি শীঘ্র চলিয়া গেল।

---

৩৭ বালক শাসন।

ফ্লাভিক নামক এক জন ধর্ম্ম উপদেশক বালক শিক্ষা ও শাসন বিষয়ে অতি নিপুণ ছিল। কোন সময়ে এক সাহেব আপন পুত্রকে তাহার কাছে আনিয়া বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার শিক্ষা ও শাসন করুন, এ পুত্রটী আমাকে অধিক দুঃখ দেয়, কেননা সে অতি দুষ্ট, সে যত উপদেশ ও শাস্তি পাইয়াছে সকল নির্থক

হইয়াছে ; আমি তাহার জন্যে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, তাহাকে ধমকাইয়াছি, তাহাকে মারিয়াছি, তাহাকে উপবাস করাইয়াছি ও অন্য লোকদের সাক্ষাতে লজ্জা দিয়াছি, কিন্তু সকল নিষ্ফল হইল, তাহার কুব্যবহার সারিল না, সে অপমান ও মারি ও ক্ষুধা ও লজ্জার ভয় করে না। উপদেশক জিজ্ঞাসিল, আপনকার পুত্রের শাসন করিবার নিমিত্তে ক্ষুধা ও মারি ও উপবাস ও অপমান এ সকল ছাড়া আপনি অন্য কোন উপায় কি করেন না। সে বলিল, হাঁ করিয়াছি, এক বার দুই দিবস ও দুই রাত্রি অন্ধকারময় ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। উপদেশক জিজ্ঞাসিল, আপনি অন্য কোন উপায় করেন নাই। সাহেব বলিল, হাঁ একবার শীতকালে তাহাকে ঘরের বাহিরে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত দাঁড় করিয়া রাখিয়া ছিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, শীতের ভয় পাইয়া নম্র হইবে কিন্তু কিছু হইল না, পরে এই সকল শক্ত উপায় নিষ্ফল দেখিয়া আমি ভাবিলাম, কি জানি তাহার প্রতি কোমল ব্যবহার করিলে সারিবে, পরে আমি তাহাকে সুশিক্ষিত সভ্য বালকদের সঙ্গে রাখিলাম, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমার দুষ্ট পুত্র এক ক্ষণ মাত্র থাকিয়া পরে যোগ পাইয়া বাহিরে দৌড়িয়া গিয়া অধম বালকদের সহিত মেল করিল। এই সকল শুনিয়া উপদেশক বলিল, এই উপায় সকল উপযুক্ত নয়। আমি আর এক উপায় জানি। সাহেব বলিল, সে কি। উপদেশক বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন, আপনি কি

কখন আপন পুত্রের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন। সাহেব বলিল, মিথ্যা কেন বলিব, তাহা আমি কখন করি নাই। তাহাতে উপদেশক বলিল, তবে যে সকল নিষ্ফল হইবে, ইহার আশ্চর্য্য কি, আপনি এই বালককে এক বৎসর আমার ঘরে রাখুন, আমি চেষ্টা করিব, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিলে অসাধ্যও সাধ্য হয়, এবং যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদের কথা তিনি শুনেন, এ কথা নিশ্চয়। পরে সেই সাহেব আপন পুত্রকে ঐ উপদেশকের ঘরে রাখিয়া গেল। আর সেই পুত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ক্রমে২ আপন কুব্যবহার ছাড়িয়া ভাল মানুষ হইয়া উঠিল।

---

৪০ প্রহেলিকা।

১ বিধাতার সৃজন ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগি পুরুষ তাহে বৈসে নিরাহার॥
যখন পুরুষ সেই হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান২॥

পেক্ষীকোষঃ

২ মস্তকে ধরিয়া আনে হয়্যা যত্নবান।
অপরাধ বিনে তার করে অপমান॥
অপমানে গুণ তার দূর নাহি যায়।
অবশেষে করি দেয় সমূল উপায়॥

ঝাঁটী

৩ বেগে ধায় রথ খান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া গা॥
হিঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষ রথ ধায় ভূতলে সারথি।

কুম্ভারোপকরণ

৪ দেখিতে পুরুষ এক, মুখ দুই কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়।
মারিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ ২ পণ্ডিত সভা মধ্যে বৈসে॥

সজল গর্গরী

৫ অনন্ত সমান ক্ষিতি নাহি তাতে চাষ।
নাহি তাহে কাদা পানি নাহি তাহে ঘাস॥
বীজ ফেলিলে পুষ্প হয় তো প্রচুর।
আছুক পুষ্পের কার্য্য না হয় অঙ্কুর॥

লাব

৬ অস্থিহীন মাংসক্ষীণ যুগল দশন।
দুই দিগে কণ্টক দন্তের মিলন॥
পানিযুক্ত হইয়া যবে সেচ্ছায় কাননে।
তরু সনে জীব জন্তু ধর্য়া ২ আনে॥
ধরিয়া আনিয়া সেই দেখ নরগণে।
ভক্ষণ না করে তারা বধয়ে পরাণে॥
কহে কবি মাধব হিঁয়ালি প্রবন্ধ।
মূর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ॥

বংশি কাঠি

৭ "মৎস্য মকর নহে পানি বুলে।"
কুম্ভীর কচ্ছপ নহে দেখিলে সে গিলে ॥
গিলিয়া উগারে যেন দেখে জগজ্জন।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন ॥

মহুরী

জিয়ন্তে যেমন সে মৈলে ভাল তাকে।
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে ॥
অবশ্য জানয়ে নর মঙ্গল বিধানে।
হিঁয়ালি প্রবন্ধ পণ্ডিত ভাব মনে ॥

বন্দুক

করতলে জন্ম তার বায়ুপথে ধায়।
আপনি আহার করে পরে লয়্যা খায় ॥
আহার করিতে গেলে হয়তো মরণ।
... পণ্ডিত হে সেই কোন জন ॥

...

১০ ...তে, চারি মধ্যে দুই সাঁজে তিন পায় চলে।
... ও হে ভাই হেন জন্তু কাকে বলে ॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুইচারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে ॥

মনুষ্য

...ত্যাং জ্ঞানকিরণোদয়ঃ।